রিসালা নং: ১০৬

সংবাদপত্র সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

- পৃথিবীর সর্ব প্রথম সংবাদপত্র
- সংবাদ সংগ্রহের এক অভিনব কাহিনী
- গ্রেফতার কৃত চোরের সংবাদ পরিবেশন করা কেমন?
- সংবাদপত্র পাঠ করা কেমন?
- সন্ত্রাস বিষয়ক ঘটনাবলী নিয়ে সংবাদ ছাপানোর ক্ষতিকর দিক

শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত
দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা, হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল

মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "প্রতিটি উদ্দেশ্য সম্বলিত কাজ, যা দরূদ শরীফ ও যিকির ছাড়াই আরম্ভ করা হয়, তা বরকত ও মঙ্গল শূণ্য হয়ে থাকে।" **(মাতালিউল মুসার্‌রাত)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

এ কিতাব সম্পর্কিত কিছু কথা

আন্তর্জাতিক মাদানী মারকায ফয়যানে মদীনার রমযান হলের মধ্যে ১৪৩৩ হিজরীর ৬ই জমাদিউল উখরা মোতাবেক ২০১২ সালের ২৮ই এপ্রিল শুক্রবার দিবাগত রাতে ইলেক্ট্রনিক ও পেপার মিডিয়ার সকল লিখক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট সহ সংশ্লিষ্টদের নিয়ে মাদানী মুযাকারা হয়। সারা রাত চলে। মাদানী মুযাকারায় কলামিষ্টরা সকলেই তাছাড়া মাদানী চ্যানেলে প্রচারিত প্রোগ্রামগুলোতেও অপরাপর কলামিষ্টরা (যা আমি মাদানী চ্যানেল কর্তৃক পরিবেশিত **দা'ওয়াতে ইসলামী**র 'মাদানী সংবাদ'-এ নিজ ঘরে বসে শুনেছি) কলাম লিখা সম্পর্কিয় দিকনির্দেশনা সম্বলিত রিসালা প্রণয়নের জোর আবেদন জানান। শুরু থেকে এ ধরণের রিসালা লিখার মনোভাব আমারও ছিল। আর এ বিষয়ে আমার কাছে প্রশ্নোত্তর আকারে যথেষ্ট বই-পত্রও ছিল। যা বর্তমানে **"সংবাদপত্র সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর"** নামে আপনাদের হাতেই বিদ্যমান।

আল্লাহ্ তাআলা বইটির প্রণেতা ও নিরীক্ষক ওলামায়ে কেরামদেরকে উত্তম প্রতিদান দান করুক। সাথে সাথে লিখক, সাংবাদিক, কলামিষ্ট সহ সকল মুসলমানদের জন্য রিসালাটি কল্যাণকর করে দাও।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী, ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৬ই শাবানুল মুয়াযযম ১৪৩৩ হিঃ
২৭-০৬-২০১২ ইংরেজী

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ ط
اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ط بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ط

সংবাদপত্র সম্পর্কিত প্রশ্নোত্তর

শয়তান লাখো অলসতা দিবে, তবুও আপনি এই রিসালাটি সম্পূর্ণ পাঠ করে নিন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ আপনার গুনাহ থেকে বেঁচে থাকার মনোভাব সৃষ্টি হবে।

দরূদ শরীফের ফযীলত

মদীনার তাজেদার, রাসূলদের সরদার, হুযুরে আনওয়ার, নবীয়ে মুখতার صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যার উপর কোন মুসীবত আসে তার উচিৎ আমার উপর অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করা। কেননা, আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা বিপদ-আপদকে দূরীভূতকারী।

(আর কওলুল বদী, ৪১৪ পৃষ্ঠা। বুস্তানুল ওয়ায়েজীন লিয যাওজী, ২৭৪ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাংবাদিকতার সংজ্ঞা

প্রশ্ন: সাংবাদিকতা কাকে বলে?

উত্তর: 'সাহাফত' শব্দটি 'সহীফা' থেকে উদ্ভূত। এটির আভিধানিক অর্থ- পুস্তক বা বই।

www.dawateislami.net

মোট কথা, অনেক যুগ ধরে 'সহীফা' দ্বারা এমন ছাপানো বই বা রিসালাকে বুঝানো হয়ে আসছে, যা নির্ধারিত সময়ের পর সুনির্দিষ্ট সময়ে প্রকাশিত হয়ে থাকত। অতএব, 'দৈনিক পত্র-পত্রিকা' সহ 'মাসিক ম্যাগাজিন' ইত্যাদিও সহীফা অর্থে ব্যবহৃত হতে পারে। কোন ঘটনাকে কেন্দ্র করে পূর্ণাঙ্গ যাচাই-বাছাইয়ের পর সেটিকে শাব্দিক, দৃশ্যত: কিংবা লিখিত রূপে শ্রোতা, দর্শক ও পাঠকমণ্ডলী পর্যন্ত ব্যাপক আঙ্গিকে পরিবেশন করাকেই মূলত: সাহাফত বা সাংবাদিকতা বলে। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

বর্তমান সময়ের সাংবাদিকতা দুই ধরণের

প্রশ্ন: সাংবাদিকতা কয় প্রকার?

উত্তর: বর্তমানে সাংবাদিকতা দুই ধরণের। (১) প্রিন্ট মিডিয়া। অর্থাৎ প্রকাশনা ও প্রচারণামূলক প্রচার মাধ্যম। যেমন- সংবাদপত্র, বই-পুস্তক ইত্যাদি। (২) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়া। অর্থাৎ বৈদ্যুতিক প্রচার মাধ্যম। যেমন- রেডিও, টিভি, ইন্টারনেট ইত্যাদি।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

পৃথিবীর সর্ব প্রথম সংবাদপত্র

প্রশ্ন: আপনার মতে পৃথিবীর সর্ব প্রথম সংবাদপত্র কোন দেশ থেকে প্রকাশিত হয় এবং সেটির নাম কী?

উত্তর: সংবাদপত্রের ইতিহাস খুবই পুরাতন। এক ধারণা অনুযায়ী ১০৪ সালে চীন দেশে কাগজ আবিষ্কার হয়।

www.dawateislami.net

পৃথিবীর সর্ব প্রথম ছাপাখাঁনা **(Printing press)** সেখানেই গড়ে ওঠে। অপর এক গবেষণা অনুযায়ী পৃথিবীর সর্ব প্রথম প্রকাশিত সংবাদপত্রও সেই চীন দেশেই প্রচলিত হয়। সংবাদপত্রটির নাম ছিল 'গ্যাজেট টি পাও' (অর্থাৎ রাজ খবর)। উপমহাদেশের পাকিস্তান ও ভারতের সর্বপ্রথম উর্দু ভাষায় প্রচলিত সংবাদপত্রের নাম ছিল "জামে জাহাঁনুমা"। এটি প্রকাশিত হয় ১৮২২ সালের মার্চ মাসে। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মহত্যার সংবাদ

প্রশ্ন: শুনেছি, আপনি না কি আত্মহত্যা জনিত সংবাদগুলো সংবাদপত্রে ছাপানোর ব্যাপারে দ্বিমত রাখেন?

উত্তর: আত্মহত্যাকারী কোন মুসলমানের নাম-ঠিকানা সহ প্রকাশ করা যেহেতু শরীয়াত-বিরুদ্ধ, সেহেতু এই ধরণের সংবাদ প্রচার করা নিয়ে মতানৈক্য রয়েছে। এ বিষয়ে তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত কিতাব **'গীবত কি তবাহকারিয়াঁ'**র ১৯২ পৃষ্ঠার নির্দিষ্ট অংশটুকু দেখুন: মৃত্যু বরণকারী লোকদের নিন্দা করা কিংবা সমালোচনা করাও গীবত। অনেক সময় এটি বিরাট ধৈর্য পরীক্ষা হয়ে দেখা দেয়। যেমন- ডাকাত, সন্ত্রাসী কিংবা কোন আপনজনের ঘাতককে যখন হত্যা করা হয় অথবা ফাঁসি দেওয়া হয়, এমতাবস্থায় কিছু কিছু লোক (খুন হয়ে যাওয়া লোকদের অনর্থক নিন্দা করে) গীবত করার মাধ্যমে গুনাহে লিপ্ত হয়ে যায়।

www.dawateislami.net

অনুরূপ শরীয়াতের অনুমোদন ছাড়াই আত্মহত্যাকারী কোন মুসলমান সম্পর্কে এ কথা বলা যে, অমুক আত্মহত্যা করেছে– এটি গীবত। তাই নাম-ঠিকানা সহ কোন মুসলমানের আত্মহত্যা সংক্রান্ত কোন সংবাদ সংবাদপত্রে ছাপানো অনুচিত। কেননা, এতে করে মৃত ব্যক্তির গীবতও হয় এবং এর সাথে সাথে পরিবার-পরিজনের আত্মসম্মানের ঘাটতি আসে। (আর যদি সংবাদ প্রচার করা হয়, যেমন- 'অমুক ব্যক্তি অমুককে হত্যা করেছে' কিংবা 'জুয়া খেলায় বড় অংকে হেরে গিয়ে অমুক আত্মহত্যা করেছে'- এ সংবাদ প্রচার করার মাধ্যমে মৃত ব্যক্তির আত্মহত্যা করার পূর্বের কিছু দোষ-ত্রুটিও প্রচার করা হয়ে যায়। এ ধরণের সংবাদ পরিবেশন করা দুইটি গীবত করারই শামিল। অর্থাৎ গুনাহের উপর গুনাহ হলো। বরং এ ধরণের সংবাদ পরিবেশন করাতে **আল্লাহ্**র পানাহ! যে কী পরিমাণ গুনাহ রয়েছে, তা হিসাব করে বলা বড়ই কঠিন। কেননা, সংবাদপত্রের মাধ্যমে এসব সংবাদ হাজার হাজার, লাখ লাখ মানুষের নিকট পৌঁছে যায়)। (**আল্লাহ্**র পানাহ!) হ্যাঁ! অবশ্য আলোচনা এমন ভাবে করা হলো (কিংবা সংবাপত্রে এমন ভাবে খবর প্রচার করা হলো) যে, শ্রোতা কিংবা পাঠক আত্মহত্যাকারীর পরিচয় ও ঠিকানা পেলো না যে, সে কে ছিলো, তাহলে অসুবিধা নেই। কিন্তু মনে রাখবেন! নাম নিলেন না, কিন্তু গ্রাম, মহল্লা, থানা, সম্পর্ক, সময়, আত্মহত্যার কারণ (ও ধরণ) ইত্যাদি বর্ণনা করার দ্বারা আত্মহত্যাকারীর পরিচয় লাভ করা সম্ভব হবে। এজন্য পরিচয় পাওয়া যায় এভাবে আলোচনা করাও গীবতের পর্যায়ভূক্ত। মাস্আলা হলো, কোন মুসলমান আত্মহত্যা করার কারণে ইসলাম থেকে বহির্ভূত হয়ে যায় না। তার জানাযাও আদায় করতে হবে। তার জন্য ইছালে সাওয়াব সহ মাগফিরাতের দোয়া করতে পারবে।

www.dawateislami.net

কোন মৃত মুসলমানের নিন্দা করা শরীয়াত অনুমোদন দেয় না। (সে যদি আত্মহত্যাও করে থাকে)। এ বিষয়ে দুইটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। (১) তোমরা মৃতদেরকে মন্দ বলোনা। কেননা, তারা তাদের পূর্বের পাঠানো আমলে পৌঁছে গেছে। (বুখারী, ১ম খন্ড, ৪৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৯৩) (২) তোমরা তোমাদের মৃত লোকদের ভাল দিকগুলো আলোচনা করো। আর তাদের দোষ-ত্রুটি বলা থেকে বিরত থাকো। (তিরমিযী, ২য় খন্ড, ৩১২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১০২১) হযরত আল্লামা মুহাম্মদ আবদুর রউফ মুনাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ লিখেছেন: মৃতদের গীবত করা জীবিতদের গীবত করার চেয়েও জঘন্য। কেননা, জীবিত ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চেয়ে নেওয়া সম্ভব। পক্ষান্তরে মৃত ব্যক্তি থেকে ক্ষমা চাওয়া অসম্ভব। (ফয়যুল কদীর লিল মুনাবী, ১ম খন্ড, ৫৬২ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৮৫২)

হাতের বাহু থেকে মাংস কেটে নিয়ে খাওয়ানোর শাস্তি

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! কারো গীবত করার ভয়াবহতা থেকে **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সবাইকে রক্ষা করুক। (আমিন) যখন একজন লোকের সামনে কারো গীবত করাও আখিরাতের জন্য ধ্বংসাত্মক। সেক্ষেত্রে সংবাদপত্রের দায়িত্বশীলদের কী পরিণতি হতে পারে, যারা ঘরে ঘরে জনে জনে কারো গীবত পরিবেশন করে? আর লাখ লাখ মানুষ দ্বারা গীবত ভরা খবরগুলো পড়িয়ে থাকে! **আল্লাহ্**কে ভয় করুন। দয়া করে আপনি নির্জনে বসে আপনার নাজুক অবস্থা নিয়ে ভাবুন। আমরা তো এমন যে, সামান্য চুলকানীও সহ্য করতে পারি না। নখের একটু উল্টো চামড়া উঠলেও আমাদের ক্ষেত্রে যা অসহ্য হয়, সেক্ষেত্রে আমরা যদি গীবত করার পর তাওবা না করে মারা যায় আর **আল্লাহ্**র শাস্তির শিকার হই তখন আমাদের কী অবস্থা হবে?

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

গীবতের বিভিন্ন ভয়াবহ শাস্তিগুলোর মধ্য থেকে একটি শাস্তির প্রতি লক্ষ্য করুন, **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "যে রাতে আমাকে আসমানসমূহে ভ্রমণ করানো হয়, সে রাতে এমন এক সম্প্রদায়ের পাশ দিয়ে আমি গমন করেছিলাম, যাদের (হাতের) বাহুগুলো থেকে মাংস কেটে নিয়ে তাদেরকে খাওয়ানো হচ্ছিল। তাদের বলা হচ্ছিল, খাও! কেননা, তোমরা তোমাদের ভাইয়ের মাংস ভক্ষণ করতে। আমি জিজ্ঞাসা করলাম: হে জিবরাঈল! এরা কারা? আরয করলেন: এরা মানুষের গীবত করতো।" **(দালায়িলুন নবুয়ত লিল বায়হাকী, ২য় খন্ড, ৩৯৩ পৃষ্ঠা। তানবীহুল গাফিলীন, ৮৬ পৃষ্ঠা)** **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

কর লে তাওবা রব কি রহমত হে বড়ি
কবর মেঁ ওয়র না সাজা হোগি কাড়ি।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ২২৭ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

আত্মহত্যা করতে গিয়ে ব্যর্থ হওয়াদের সংবাদ প্রচার সংক্রান্ত

প্রশ্ন: আত্মহত্যা করতে গিয়ে যারা ব্যর্থ হয় তাদের সম্পর্কে সংবাদ প্রচার করা নিয়ে আপনার মন্তব্য কি জানতে চাই?

উত্তর: শরীয়াতের সুনির্দিষ্ট ব্যাখ্যা না থাকলে নাম ও পরিচয় সহকারে কোন মুসলমানের এ ধরণের সংবাদ প্রচার করা গুনাহের কাজ। কেননা, নিঃসন্দেহে এতে কেবল একজন মুসলমানেরই না, বরং তার সম্পূর্ণ বংশের সকলেরই বদনাম ও অপমান হয়।

www.dawateislami.net

আপনাদের কাছে সবিনয় নিবেদন যে, **আল্লাহ্** না করুক, আপনাদের মধ্য থেকে কোন সাংবাদিক বা সাংবাপত্রের মালিক, পরিচালক কিংবা কোন টিভি চ্যানেলের ডাইরেক্টর ইত্যাদির ঘরেই যদি আত্মহত্যা জনিত কোন (সফল কিংবা ব্যর্থ) ঘটনা ঘটে যায়, তখন সে কী করবে? আপনি বলবেন যে, সে ঘটনাটি ধামাচাপা দেবার জন্য এবং এর কুপ্রভাব পড়া সংবাদ ছাপাতে না দেওয়ার জন্য তার সমস্ত চেষ্টা চালিয়ে যাবে! দুনিয়ার সম্মান ও আখিরাতের জান্নাতের প্রত্যাশী প্রিয় সাংবাদিকগণ! আপনারা অন্য মুসলমানের মান-সম্মানকেও নিজের মতো করে ভাববেন। বুখারী শরীফে বর্ণিত রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা জরীর رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **রাসূলুল্লাহ্** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর নিকট নামায পড়া, যাকাত দেওয়া এবং প্রত্যেক মুসলমানদের মঙ্গল কামনা করার ব্যাপারে বাইয়াত গ্রহণ করি। **(বুখারী, ১ম খন্ড, ৩৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৭)**

আ'লা হযরত رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: প্রতিটি মুসলমানের মঙ্গল কামনা করা প্রত্যেক মুসলমানের উপর ফরয। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ১৪তম খন্ড, ১৫ পৃষ্ঠা)**

প্রখ্যাত মুফাস্সীর হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ বলেন: যে মুসলমান ব্যক্তির গীবত করা হচ্ছে, তার সম্মান রক্ষাকারীকে ফেরেশতারা পুলসিরাতের উপর তাদের পাখা দ্বারা আবৃত করে পার করিয়ে দিবে, যেন দোযখের আগুনের উত্তাপ তাকে স্পর্শ করতে না পারে। **(মিরআত, ২য় খন্ড, ৫৭২ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

গমে হায়াত আভি রাহাতোঁ মেঁ ঢল জায়েঁ,
তেরি আতা কা ইশারা জো হো গেয়া ইয়া রব!

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত ডাকাতদের নিন্দাবাদ

প্রশ্ন: আপনি "গীবত কি তাবাহকারিয়াঁ" কিতাবে ডাকাত ও সন্ত্রাসীদের সম্পর্কে বলেছেন: যারা লোকদের শান্তি নষ্ট করে, তাদের মৃত্যুদণ্ডাদেশ দেওয়া কিংবা ফাঁসি দেওয়ার পর তাদের নিন্দা করতে নিষেধ করেছেন?

উত্তর: আমি কিন্তু সকল ধরণকে নিষেধ করিনি। আর আমি নিজের পক্ষ থেকেও নিষেধ করিনি। আমি কেবল শরীয়াতের হুকুমটিই বলে দিয়েছি। যেসব মুসলমান বাস্তবেই চোর কিংবা ডাকাত ছিলো, কৃতকর্মের সাজা পেয়ে গেছে, তবে এখন সম্ভব হলে তাদের জন্য মাগফিরাতের দোয়া করাই উচিত। অসৎ কোন উদ্দেশ্যে তাদের ভাল-মন্দ বলা উচিত নয়। কেননা, হাদীস শরীফে মৃত লোকদের মন্দ ভাবে স্মরণ করাকে নিষেধ করা হয়েছে। বরং তাদের জীবিত অবস্থায়ও শরীয়াতের অনুমোদন ছাড়া মন্দ বলার অনুমতি নেই। আমাদের সমাজে নিন্দাবাদের বিভিন্ন ধরণ রয়েছে। তন্মধ্য হতে একটি অবৈধ ধরণ হলো, কেবল সময় কাটানো, গল্প-গুজব করা, নিন্দাবাদ করা কিংবা কেবল একটি সংবাদ তৈরি করার স্বার্থেই উল্লেখিত লোকদের মন্দ বলা হয়ে থাকে। অবশ্য, সাংবাদিক যদি এমন লোকদের নিন্দা মূলক খবর এ উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই প্রকাশ করে যে,

www.dawateislami.net

এর পরিণতি দেখে মুসলমানরা শিক্ষাগ্রহণ করবে, তবে জায়েয; বরং এটি একটি সাওয়াবেরও কাজ।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

তিনি এখন জান্নাতের নহরগুলোতে অবগাহন করছেন

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৫ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'গীবত কি তাবাহকারিয়াঁ' নামক কিতাবের ১৯১ পৃষ্ঠায় আবু দাউদ শরীফের বরাত দিয়ে উল্লেখ রয়েছে: হযরত সায়্যিদুনা আবু হুরাইরা رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: মায়িয আসলামী رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ কে যখন রজম (পাথর নিক্ষেপ) করা হয়েছিল (অর্থাৎ যেনার শাস্তি স্বরূপ পাথর মারা হয়েছিল। এতে তাঁর ওফাত হয়ে গিয়েছিল) দুইজন ব্যক্তি পরস্পর আলাপ করছিল। একজন অপরজনকে বলছিল: দেখ স্বয়ং **আল্লাহ্ তাআলা** তো তার পাপটি গোপনই রেখেছিলেন। কিন্তু তার পাপ তাকে ছাড়েনি। رُجِمَ رَجْمَ الْكَلْبِ অর্থাৎ তাকে কুকুরের মতো পাথর নিক্ষেপ করা হয়েছে। **নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কথাটি শুনে চুপ রইলেন। তিনি কিছু দূর পথ চলতে থাকেন। পথিমধ্যে একটি মৃত গাধা দেখতে পেলেন। গাধাটির পাগুলো ছড়ানো ছিল। তখন **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ঐ দুইজন ব্যক্তিকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করলেন: তোমরা গিয়ে ঐ মৃত গাধাটির মাংস ভক্ষণ করো। তারা বললো: **ইয়া রাসূলাল্লাহ্** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم! এটিকে কে খাবে?

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

ইরশাদ করলেন: "তোমরা যে তোমাদের ভাইয়ের সম্মান হানি করছিলে, তা এ মৃত গাধার মাংস ভক্ষণ করার চাইতেও জঘন্য ছিল। সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার এই জীবন! সে (অর্থাৎ মায়িয আসলামী) এ মুহূর্তে জান্নাতের নহরগুলোতে সাঁতার কাটছে।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ১৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৪২৮) **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

তু মরনে ওয়ালে মুসলমাঁ কো মতো বুরা কেহ্না
'তু বে হিসাব উছেঁ বখ্শ, ইয়া খোদা' কেহ্না।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

চোর-ডাকাতদের গ্রেফতারের সংবাদ পরিবেশন করা

প্রশ্ন: যেসব চোর-ডাকাতকে পাকড়াও করা হয়েছে, তাদের ব্যাপারে সংবাদপত্রে সংবাদ ছাপানো নিয়ে আপনার মতামত কী?

উত্তর: সর্ব প্রথম এটা দেখতে হবে যে, যাকে পাকড়াও করা হয়েছে, সে আসলেই কি চোর বা ডাকাত কিনা? বাহারে শরীয়াত কিতাবের ২য় খন্ডের ৪১ পৃষ্ঠার ২ নম্বর মাস্আলায় উল্লেখ আছে: 'চুরি' বিষয়টি সাব্যস্ত করার জন্য দুইটি পদ্ধতি রয়েছে। তা হলো, (১) এটা যে চোর নিজেই স্বীকার করবে। কয়েক বার করে স্বীকার করার প্রয়োজন নেই, কেবল একবার স্বীকার করলেই যথেষ্ট হবে। (২) এটা যে অপর দুইজন পুরুষ সাক্ষ্য দেবে। যদি এক জন পুরুষ ও দুইজন মহিলা সাক্ষ্য দেয়, তাহলে তাকে হাত কেটে নেওয়ার শাস্তি দেওয়া যাবে না।

www.dawateislami.net

কিন্তু সম্পদের ক্ষতিপূরণ নেওয়া হবে। আর সাক্ষীরা যদি এই স্বাক্ষী দেয় যে, (আমরা তাকে চুরি করতে দেখিনি, কেবল) সে আমাদের সামনে (চুরির কথা) স্বীকার করেছে। তবে তাদের এই সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে না। স্বাক্ষীর জন্য স্বাধীন ব্যক্তি হওয়া শর্ত নয়। (অর্থাৎ চুরির ক্ষেত্রে যে কোন গোলামের সাক্ষ্য গ্রহণযোগ্য হবে)। **(দুররে মুখতার ও রদ্দুল মুহতার, ২য় খন্ড, ১৩৮ পৃষ্ঠা)** দ্বিতীয়ত: হলো, পাকড়াওকৃত চোর-ডাকাতদের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে শরীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি বিবেচনা করতে হবে। সাধারণত: এ ধরণের সংবাদ পরিবেশনের ক্ষেত্রে সৎ উদ্দেশ্যকে সম্মুখে রাখা হয় না। তা ছাড়া শরীয়া প্রমাণাদীর কোন পরোয়া লক্ষ্য করা যায় না। 'সংবাদের খাতিরেই সংবাদ' ছাপানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর তাই তো অনেক সময় এমনও হয় যে, যাকে জঘন্য অপরাধী হিসাবে সংবাদে প্রচার করা হয়, পরবর্তীতে সে আবার 'স্ব-সম্মানে মুক্তি' হয়ে যায়। শরীয়াত সম্মত ভাবে যে ব্যক্তি চোর, ডাকাত, খেয়ানতকারী কিংবা প্রতারক হিসাবে সাব্যস্ত হবে না তাকে অপরাধী বলাও গুনাহ্‌র কাজ। এমতাবস্থায় সংবাদপত্রে তাকে একজন 'অপরাধী' হিসাবে লাখো মানুষের কাছে প্রচার করে তার সম্মানহানী করা নিঃসন্দেহে অনেক বড় গুনাহ। আর এর মাধ্যমে সেই মুসলমানটিরই নয়, বরং তার সম্পূর্ণ বংশেরই মারাত্মক সম্মানহানি এবং আত্মমর্যাদায় আঘাত হয় এবং মনে কষ্টের কারণ হয়।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

তুমি চুরি করেছ (ঘটনা)

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আপনাদের এবং আমার সম্মান ও মর্যাদা রক্ষা করুক। পাক পরওয়ারদেগার আমাদেরকে চুরি থেকে রক্ষা করুক। এবং কোন মুসলমানের বিরুদ্ধে চুরির অভিযোগ আরোপ করা থেকে বাঁচিয়ে রাখুক। আমীন!! ভালভাবে ও নিশ্চিত রূপে না জেনে না বুঝে কারো থেকে শুনেই কোন মুসলমানকে চোর বলা বা লিখা সহজ কথা নয়। এ বিষয়ে মুসলিম শরীফের রিওয়ায়াতটি লক্ষ্য করুন। যেমন- হযরত আবু হুরাইরা رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: (একদা) হযরত ঈসা عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام কোন ব্যক্তিকে চুরি করতে দেখলেন। তখন তিনি তাকে বললেন: "سَرَقْتَ" অর্থাৎ- "তুমি চুরি করেছ"। সে বললো: কখনো নয়। সেই মহান সত্তার কসম! যিনি ব্যতীত অন্য কোন মাবুদ নেই, আমি চুরি করিনি। তখন হযরত ঈসা عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام বললেন: اٰمَنْتُ بِاللّٰہِ وَکَذَّبْتُ نَفْسِیْ (অর্থাৎ- আমি **আল্লাহ্**র উপর ঈমান এনেছি। আমি নিজেকে নিজে মিথ্যা প্রতিপন্ন করলাম।

(সহীহ্ মুসলিম, ১২৮৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩৬৮)

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ শপথকারী ঐ লোকটিকে ছেড়ে দেওয়া নিয়ে হযরত সায়্যিদুনা ঈসা عَلَیْہِ الصَّلٰوۃُ وَالسَّلَام এর বাণীর ব্যাখ্যায় লিখেছেন: অর্থাৎ শপথ করার কারণে আমি তোমাকে সত্যবাদী বলে মনে করলাম। কেননা, কোন মু'মিন বান্দা **আল্লাহ্ তাআলা**র নামে মিথ্যা শপথ করতে পারে না। কারণ, তার অন্তরে **আল্লাহ্**র নামের সম্মান ও মর্যাদা বিরাজ করে থাকে। আমি নিজের ব্যাপারে ভুল বুঝার ধারণা করছি যে, হয়ত আমার চোখ ভুল দেখেছে।

(মিরআত, ২য় খন্ড, ৬২৩ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" (মুসলিম শরীফ)

আর ইমাম নববী হাদীসটির ব্যাখ্যায় লিখেছেন: উক্তিটির প্রকাশ্য অর্থ এই যে, আমি **আল্লাহ্ তাআলা**র নামে শপথকারী ব্যক্তিটিকে সত্যবাদী বলে মেনে নিলাম। তার যে চুরি করা আমার সামনে প্রকাশীত হয়, আমি সেটিকে মিথ্যা বলে মেনে নিলাম। (ব্যাখ্যা এই যে) হয়ত লোকটি ঐ বস্তুটিই নিয়েছিল, যাতে তার হক ছিল। কিংবা সে তা আত্মসাৎ করার নিয়্যত করে নি বা হযরত ঈসা عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام প্রকাশ্যভাবে বুঝলেন যে, সে নিজ হাতে কোন বস্তু তুলে নিয়েছে (চুরি করেছে), কিন্তু সে যখন শপথ করল, তিনি عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَام তখন নিজের ধারণা পরিত্যাগ করলেন এবং এ ধারণা থেকে ফিরে এলেন। (শরহে মুসলিম লিন নববী, ১ম খন্ড, ১২২ পৃষ্ঠা) **আল্লাহ্ তাআলা**র রহমত তাঁর উপর বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদের ক্ষমা হয়ে যাক। اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمِين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন।

হে মু'মিন কি ইজ্জত বড়ি চিজ ইয়ারো! বুরায়ি ছে উস কো নাহ্ হারগিজ পুকারো।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

গ্রেফতার কৃত চোরের সংবাদ পরিবেশন করা কেমন?

প্রশ্ন: যে ব্যক্তিকে চোর বা ডাকাত রূপে চিহ্নিত করা হয়েছে, তার ব্যাপারে সংবাদ সংবাদপত্রে পরিবেশন করা যাবে কি না?

উত্তর: শরীয়াত ভিত্তিক প্রমাণ সাব্যস্ত হয়ে যাওয়া সত্ত্বেও এ কথা অবশ্যই দৃষ্টির সামনে বিবেচনায় রাখতে হবে যে, সংবাদটি পত্রিকায় কেবলই সংবাদ ছাপানোর উদ্দেশ্যেই কি ছাপানো হচ্ছে,

www.dawateislami.net

নাকি এর কোন ভাল নিয়্যতও রয়েছে। যেমন- কেউ যদি চোর হিসাবে সাব্যস্ত হয় তাহলে সে যে লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার শিকার হয় তা দেখে অন্যরাও শিক্ষা গ্রহণ করবে। তাছাড়া আগামীতে এ ধরণের কুকর্ম থেকে সাবধানও হয়ে যাবে। এই নিয়্যতে চুরির সংবাদ ছাপানো যেতে পারে। চোর যদিও অত্যন্ত খারাপ লোক, তবু কোন ধরণের শরীয়াত সম্মত কারণ ব্যতীত তাকে লাঞ্ছিত করা ও তাকে সবার কাছে তুলে ধরা জায়েয নেই। কেননা, চোর হওয়া সত্ত্বেও একজন মুসলমান হিসাবে তার সম্মান অবশ্যই বহাল রয়েছে। অবশ্য শরীয়াতের পক্ষ থেকে যতটুকু লাঞ্ছনা ও প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে, ততটুকু করা যাবে। এর বেশি মোটেও না। অর্থাৎ এভাবে নয় যে, **আল্লাহ্**র পানাহ! যার ইচ্ছা যখনই মনে চাইবে তার গীবত করতে থাকবে। বর্তমানে সংবাদ পত্রের মালিকদের কাছে শরীয়াত ভিত্তিক প্রমাণাদির অবগত করার নির্ভরযোগ্য মাধ্যম সমূহ আছে কি না, তা সাংবাদিকরাই ভাল বুঝবেন। তাছাড়া তারা যে ভাবে এবং যে নমুনায় সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন, তাতে এটিও চিন্তা-ভাবনা করে দেখতে হবে যে, রাষ্ট্রীয় প্রচলিত আইনের প্রেক্ষিতে সেটি বৈধ কি না? প্রত্যেক মুসলমানেরই স্ব স্ব স্থান ও অবস্থানে সম্মান ও মর্যাদা অবশ্যই রয়েছে। সকলেরই উচিত, মুসলমানদের সম্মানের প্রতি লক্ষ্য রাখা। সুনানে ইবনে মাজাহ্তে বর্ণিত রয়েছে: **খাতামুল মুরসালীন, রাহমাতুল্লিল আলামীন** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم পবিত্র কাবা শরীফকে উদ্দেশ্য করে ইরশাদ করেন: "একজন মু'মিনের সম্মান ও মর্যাদা তোমার সম্মান ও মর্যাদার চেয়েও অধিক।"

(ইবনে মাজাহ, ৪র্থ খন্ড, ৩১৯ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৩৯৩২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "কিয়ামতের দিন আমার নিকটতম ব্যক্তি সেই হবে, যে দুনিয়ায় আমার উপর বেশী পরিমাণে দরূদ শরীফ পড়েছে।" **(তিরমিযী ও কানযুল উম্মাল)**

চোরের চেয়েও জঘন্য অপরাধী

কারো কোন মালামাল বা সম্পদ চুরি হলে সে যেন শুধুশুধু প্রত্যেককে সন্দেহ না করে এবং কারো বিরুদ্ধে অযথা অভিযোগ না দেয়, বর্তমানে যেমনটি হচ্ছে। যেমন- ঘরে কোন জিনিস চুরি হয়ে গেলে ঘরের নিরাপরাদ বউকে সেটির জন্য অযথা দায়ী করা হয়। অর্থাৎ অপবাদ আসে তার নামে। কখনো ভাবীকে দোষী করা হয় আবার কখনো চাকর-বাকরদের উপর বজ্রপাত ঘটনো হয়। অথচ তাদের কারো ব্যাপারে শরীয়াত সম্মত প্রমাণ তো দূরের কথা, বেশির ভাগ ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য কোন লক্ষণও দেখানো সম্ভব হয় না। অতএব, সবাইকে নিচের এই হাদীস শরীফ থেকে শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত। যেমননিভাবে- **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم **ইরশাদ করেছেন:** "যে ব্যক্তির মালামাল চুরি হয়ে গেছে, সর্বদা কাউকে না কাউকে অপবাদ দিতে থাকে, এক পর্যায়ে সে একজন চোরের চেয়েও জঘন্য অপরাধীতে পরিণত হয়ে যাবে।" **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৪তম খন্ড, ১০৯ পৃষ্ঠা। শুআবুল ঈমান, ৫ম খন্ড, ২৯৭ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৭০৭)** **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** ভাল জানেন।

শুনোঁ না ফুহুশ কালামী না গীবত ও চুগলী
তেরি পছন্দ কি বার্তী ফকত শুনা ইয়া রব। **(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

অপরাধীর নাম ছাপানো কেমন?

প্রশ্ন: যে অপরাধী গ্রেফতার হয়, পত্রিকায় তার নাম-ঠিকানা প্রকাশ করা যাবে কি না?

www.dawateislami.net

উত্তরঃ এক্ষেত্রে গীবত জায়েয হওয়ার ব্যাপারে সাধারণ শর্তাদির সাথে আরো দুইটি বিষয় সম্পৃক্ত রয়েছে। **প্রথমতঃ** ব্যাপারটি যেন কেবল অপবাদ স্বরূপ না হয়ে থাকে। বরং তা যেন শরীয়াতের ভিত্তিতেই হয়ে থাকে। অর্থাৎ সে অপরাধী হওয়া যেন আইনী ভাবে স্বীকৃত হয়। **দ্বিতীয়তঃ** অপরাধ যেন এমন হয়, যেটার কথা প্রকাশ করা হলে সাধারণ জনগণের উপকার হবে। অর্থাৎ যেমন- কখনো কখনো কেবল ব্যক্তিগত ব্যাপার সম্পৃক্ত থাকে। আর এসবেও আটক করার ঘটনা ঘটে যায়। এসব ব্যাপারে সাধারণ জনগণের সাথে কোন সম্পর্ক থাকে না। এমতাবস্থায় তা প্রকাশ করা কোন ভাবেই অনুমতি নেই। এই ব্যাখ্যাটি দ্বারা স্পষ্ট হয়ে গেল যে, কোন কোন ক্ষেত্রে সংবাদ পত্রে নাম-ঠিকানা সহ প্রকাশ করার অনুমতি রয়েছে। আবার কোন কোন ক্ষেত্রে অনুমতি নেই। কেননা, এর দ্বারা তার এবং তার পরিবার-পরিজন ও বংশীয় লোকজনদের মারাত্মক কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াবে। কাউকে গ্রেফতার করা যদি অত্যাচারমূলক ভাবে হয়ে থাকে কিংবা সামাজিক ভাবে অসম্মান করার উদ্দেশ্যে করা হয়ে থাকে অথবা প্রতিশোধ গ্রহণের উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে, তাহলে তো তাকে গ্রেফতার করা জঘন্য গুনাহ্ ও হারাম এবং এটি তো জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আর গ্রেফতারের আদেশ দানকারী, গ্রেফতার যে করেছে অর্থাৎ যারাই তাকে ইচ্ছাকৃত ভাবে ঐ মজলুমের গ্রেফতারের মধ্যে অংশগ্রহণ করে, তারা সকলেই গুনাহ্গার এবং জাহান্নামের আযাবের যোগ্য বিবেচিত হবে। তাছাড়া দেশের শাস্তির বিধানের ধারা অনুযায়ী এমন সব লোক 'স্বয়ং গ্রেফতারযোগ্য অপরাধী' হিসাবেই বিবেচিত।

www.dawateislami.net

মুসলমানের মান হানি করা কবীরা গুনাহ্

দা'ওয়াতে ইসলামীর প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৫০৪ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'গীবত কি তাবাহ্‌কারিয়াঁ' নামক কিতাবের ৫৮ থেকে ৫৯ পৃষ্ঠার এক ভয়ঙ্কর ঘটনা শুনুন। ঘটনাটি **আল্লাহ্‌**র ভয়ে ভীত ব্যক্তিদের জন্য খুবই শিক্ষণীয়। যেমনিভাবে- **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "নিঃসন্দেহে অন্যায় ভাবে কোন মুসলমানের সম্মানে আঘাত (মানহানী) করা কবীরা গুনাহের অন্তর্ভূক্ত।"

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৩ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৭৭)

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দাতা

প্রিয় ইসলামী ভাইয়েরা! আসল কথা হলো, একজন মুসলমান অপর মুসলমান ভাইয়ের মান-সম্মানের হিফাযতকারীই হয়ে থাকে। কিন্তু দুঃখের বিষয় যে, এমন করুণ যুগ এসে গেছে যে, বর্তমানে বেশির ভাগ মুসলমানই অপর মুসলমান ভাইদের মান-সম্মানকে ভূলুণ্ঠিত করার কাজে ব্যস্ত। ইচ্ছামত গীবত করে যাচ্ছে। চুগোলখোরী করে যাচ্ছে। নির্দিধায় অপবাদ লেপন করা হচ্ছে। বিনা কারণে তাদের মনে কষ্ট দিচ্ছে। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত 'জুলুমের পরিণতি' নামক রিসালার ১৯ থেকে ২০ পৃষ্ঠায় বর্ণিত রয়েছে: কবান্দার হকের বিষয়টি বড়ই স্পর্শকাতর। কিন্তু দুঃখের বিষয়, আহ্! বর্তমান নির্ভীকতার যুগ চলছে । সাধারণ লোকজনের কথা কী আর বলব, বিশেষ বিশেষ ব্যক্তিরাও সাধারণতঃ এ বিষয়টির প্রতি উদাসীন হয়ে আছেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

রাগের রোগটি একটু বেশি মাত্রায় ছড়িয়ে গেছে। সে কারণে বেশির ভাগ বিশিষ্ট জনেরাও (শরীয়াতের অনুমোদন ব্যতিরেকে) লোকদের মনে কষ্ট দিয়ে চলেছে। আর এর প্রতি তাদের একেবারে খেয়ালও থাকে না যে, শরয়ী কারণ ব্যতীত মুসলমানদের মনে কষ্ট দেওয়া গুনাহ, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়া শরীফের ২৪ খন্ডের ৩৪২ পৃষ্ঠায় তাবারানী শরীফের বরাত দিয়ে উল্লেখ করেছেন: **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেন: "مَنْ اٰذٰى مُسْلِمًا فَقَدْ اٰذَانِىْ وَمَنْ اٰذَانِىْ فَقَدْ اٰذَى اللهَ" অর্থাৎ যে ব্যক্তি (শরীয়াতের কোন কারণ ব্যতিরেকে) কোন মুসলমানকে কষ্ট দিলো, সে যেন আমাকেই কষ্ট দিলো। আর যে (ব্যক্তি) আমাকে কষ্ট দিলো সে যেন স্বয়ং **আল্লাহ্**কেই কষ্ট দিলো। **(আল মুজামুল আওসাত, ২য় খন্ড, ৩৮৭ পৃষ্ঠা, হাদীস-৩২০৭)** **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم কে যারা কষ্ট দেয় তাদের সম্পর্কে **আল্লাহ্ তাআলা** ২২ পারার সূরা আহযাবের ৫৭ নম্বর আয়াতে ইরশাদ করেছেন:

اِنَّ الَّذِيْنَ يُؤْذُوْنَ اللّٰهَ وَرَسُوْلَهٗ لَعَنَهُمُ اللّٰهُ فِي الدُّنْيَا وَالْاٰخِرَةِ وَاَعَدَّ لَهُمْ عَذَابًا مُّهِيْنًا ﴿۵۷﴾

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল**কে কষ্ট দেয় তাদের উপর রয়েছে **আল্লাহ্**র অভিশাপ দুনিয়াতেও, আখিরাতেও। আর তিনি তাদের জন্য তৈরি করে রেখেছেন লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** ভাল জানেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

গুনাহ্ বে আদদ অওর জুরম ভি হে লা তাদাদ
কর আফু সেহ্ নাহ্ সেকোঁ গা কুঈ সাজা ইয়া রব।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সন্ত্রাস বিষয়ক ঘটনাবলী নিয়ে সংবাদ ছাপানোর ক্ষতি সমূহ

প্রশ্ন: সন্ত্রাস বিষয়ক ঘটনাবলী নিয়ে সংবাদ ছাপানো সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর: আপনি যদি আমার ব্যক্তিগত অভিমত জানতে চান, তাহলে বলব, সন্ত্রাস বিষয়ক ঘটনাবলী সংবাদ রূপে প্রকাশ করার মাধ্যমে বস্তুত কোন কল্যাণ নেই। বরং উল্টো অনেক ক্ষতি রয়েছে। যেমন- এ দ্বারা অযথা এক ধরণের ভীতিরই সঞ্চার হয়। তাছাড়া আবেগপ্রবণ এবং অপরাধ প্রবণ মানসিকতা সম্পন্ন কিছু লোক অহেতুক বে-পরোয়া হয়ে উঠে বিভিন্ন ধরণের অস্ত্র-সস্ত্র ব্যবহার করে, গুলি বর্ষণ করে, ঘর-বাড়ি, দোকান-পাট ভাং-চুর করে, বাস-গাড়ি, যানবাহন ইত্যাদিতে আগুন দিয়ে, লুটতরাজ করে, নিজের প্রিয় দেশের সম্পদ জ্বালিয়ে মূলতঃ নিজেদের পায়েই কুঠারাঘাত করে। এভাবে সন্ত্রাসীরা তাদের অসৎ উদ্দেশ্য সাধন করে। যেমন বেশির ভাগ ক্ষেত্রে তাদের লক্ষ্যই হচ্ছে, সন্ত্রাসের মাধ্যমে সমাজে নিরাপত্তাহীনতা সৃষ্টি করা। আর অত্যন্ত দুঃখের বিষয় হলো, কিছু কিছু সংবাদ মাধ্যমে সাজিয়ে বড় আঙ্গিকে তাদের এসব নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রকাশ করো অযথা উল্টো সন্ত্রাসবাদের পক্ষে শুধুশুধু সহযোগি সাব্যস্ত হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

শুধু তাই নয়, বরং একে অপর থেকে আগে বেড়ে যেন সাহায্যকারী সাব্যস্ত হয়। বাহ্যিক আকার-ইঙ্গিতে যা মনে হয়, দু-চার জন সাধারণ মানুষের ধ্বংস হয়ে যাওয়ার সংবাদ যেন তাদের দৃষ্টিতে তেমন গুরুত্বপূর্ণ কোন বিষয়ই না। দেশের গুরুত্বপূর্ণ কোন নেতার মৃত্যু হলে, অসংখ্য লাশ পড়লে, দেশের অপূরণীয় ক্ষয়-ক্ষতি হয়ে গেলে, বড় হাঙ্গামা বাধলে, স্থানে স্থানে গাড়ি পুড়িয়ে দেওয়া হলে, নাগরিক জীবন অচল হয়ে পড়লে তবেই তো চাঞ্চল্যকর শিরোনাম লাগানো যাবে, আর সংবাদপত্রও ভাল মতো বিক্রি হবে।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

ইয়াদ রাখো! ওয়াহী বে আকল হে আহমক হে জু,
কছরতে মাল কি চাহত মেঁ মারা জাতা হে।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১২৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদগুলো সংবাদের প্রাণ

প্রশ্ন: সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদগুলো তো সংবাদের প্রাণ স্বরূপ (বিশেষ আকর্ষণ) হয়ে থাকে। এ ধরণের সংবাদ থাকলেই বর্তমানে সংবাদপত্র বেশি বিক্রি হয়। তবে কি শরীয়াত মতে সন্ত্রাস বিষয়ক সংবাদ ছাপানো অবৈধ?

উত্তর: আমি বৈধ-অবৈধ নিয়ে কিছুই বলিনি। আমি কেবল ব্যক্তিগত মতামতের ভিত্তিতে এ ধরণের সংবাদের নেতিবাচক প্রভাবের **(Side effects)** প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করানোর চেষ্টা করেছি।

www.dawateislami.net

যা একান্তই পরীক্ষিত। যে কোন সচেতন ব্যক্তিই এ বিষয়ে আমার সাথে এক মতো পোষণ করবেন اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ। আমার ধারণা যে, সমগ্র দুনিয়া থেকে সন্ত্রাস ও উত্তেজনাপূর্ণ সংবাদগুলো প্রচার করা যদি বন্ধ হয়ে যায়, তাহলে সন্ত্রাসও দুনিয়া হতে যথেষ্ট পরিমাণে বন্ধ হয়ে যাবে। নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড প্রতিরোধ মূলক প্রতিষ্ঠানগুলোও অবশ্যই সচল থাকবে এবং দুশমনদের প্রতি কড়া দৃষ্টি রাখতেই হবে। যদিও চাঞ্চল্যকর সংবাদগুলো সাধারণ মানুষ জনের মনকে বেশিই আকর্ষণ করে থাকে, কিন্তু এতে তাদের নিজস্ব কোন উপকার নেই। ব্যাস! এই খবরটি তাদের হাতে আসে কেবল এক 'অহেতুক বিষয়' হিসেবে। অহেতুক উক্তি, পরিসংখ্যান ও ব্যবস্থাপনা নিয়ে সমালোচনা সহ অপবাদের ছড়াছড়ি দেখতে পাওয়া যায়। বিশ্বের যেসব রাষ্ট্রে এ ধরণের অভ্যন্তরীণ ঘটনাবলী নিয়ে ধারাবাহিক সংবাদ প্রচারে নিষেধাজ্ঞা রয়েছে, সেসবে না কোন হরতাল হয়, না কোন হাঙ্গামা। তারা সবাই নিরাপদেও রয়েছে আর দুনিয়াবী ক্ষেত্রে উন্নতির চরম শিখরেও অবস্থান করছে। এ ধরণের সংবাদ প্রচার না করাতে যদি মুসলমান জনগোষ্ঠীর বড় ধরণের কোন ক্ষতির সম্ভাবনা থাকে এবং বড় ধরণের সাওয়াব হাতছাড়া হয়ে যাওয়ার ভয় থাকে, তাহলে সাংবাদিক সাহেবরা আমাকে অবশ্যই অবহিত করবেন। আমি তখন اِنْ شَآءَاللهعَزَّوَجَلَّ আমার অবস্থান নিয়ে দ্বিতীয় বার ভেবে দেখব। তাছাড়া সাংবাদিক বন্ধুরাও 'জামানত জব্দ' কিংবা 'সংবাদ পত্র প্রচারে নিষেধাজ্ঞা' নিয়ে লিখা পুস্তকাদি প্রণয়ন ও সাংবাদিকতার বিধান সম্বলিত "দেশের শান্তির বিধান" -এ বিভিন্ন দফায় উল্লেখিত অপরাধের ধারাগুলো পড়ে দেখবেন।

www.dawateislami.net

ধারা:- সার্বভৌমত্ব কিংবা জাতীয় স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন যে কোন অপরাধের প্রচার যা দ্বারা অনুচিত অনুসন্ধান বা অনুকরণের ধারণা জন্মাতে পারে। ধারা:- জন নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর চেষ্টা। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

সরফরাজ অওর সুরখরো মাওলা
মুঝ কো তু রোজে আখিরাত ফরমা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১১৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাংবাদিকতার স্বাধীনতা

প্রশ্ন: আপনার কথা শুনে মনে হয় যে, আপনি সাংবাদিকতার স্বাধীনতার সাথে একমত নন?

উত্তর: আমি এমন কোন 'স্বাধীনতা'র সাথে একমত না, যে স্বাধীনতা মানুষের আখিরাত ধ্বংসের কারণ হয়ে দাঁড়ায়। আমি এখন মুসলমানদের উদ্দেশ্যে আহ্বান করছি। অথচ যে সংবাদিক মুসলমান তার উপর শরীয়াতের নীতিমালা অনুযায়ী চলার দায়দায়িত্ব বর্তায়। সে মনগড়া কিছু করার জন্য 'স্বাধীন'ই বা কখন? অবশ্য শরীয়াতের পরিধি অতিক্রম না করে মুসলিম উম্মার উন্নয়নের পক্ষে তারা অবশ্যই নিজেদের স্বাধীন কলম ব্যবহার করবেন। সাংবাদিকতা মূলতঃ কোন মন্দ কাজ নয়। সাংবাদিকতার সবচেয়ে বড় নীতি হচ্ছে, সত্যনিষ্ঠতা। সত্যনিষ্ঠতার উপরই সাংবাদিকতার অট্টালিকা গড়ে উঠা সম্ভব।

www.dawateislami.net

আমাদের ইতিহাসে এমন অসংখ্য সাংবাদিকদের নাম বিদ্যমান রয়েছে, যাদের আমরা আজও শ্রদ্ধা করি, যাদের কর্মকে আজও সম্মান করি। তাঁরা নির্ভিক, সত্যনিষ্ঠ, ধার্মিক ছিলেন। তাঁদের লিখনীর এক একটি শব্দ যেন অমূল্য হীরার মতই ছিলো, যা তাঁরা জাতিকে উপহার দিতেন।

"ভাল ছেলেরা ঘরের কথা বাইরে বলে না!"

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সবাইকে সঠিক, বাস্তব ও বস্তুনিষ্ঠ জ্ঞান দান করুক। আমীন! সচেতন ও সম্মানিত ব্যক্তি বলতেই নিজের সন্তানদেরকে প্রথম থেকে এই শিক্ষা দিয়ে থাকেন যে, দেখ বাবা! "ভাল ছেলেরা কখনো ঘরের কথা বাইরে বলে না"। কিন্তু কোন কোন সংবাদপত্রের কর্মকাণ্ড এক্ষেত্রে একটি অবুঝ সন্তানের আচরণকেও হার মানায়। যে খবরই হাতে আসে ছাপিয়ে দিতে চিন্তা করে না। এ দ্বারা পরবর্তী প্রজন্ম বিপদে পড়ুক, মৌখিক ঝগড়া-ঝাটি বাড়তে থাকুক, কেউ ঘায়েল হোক, কেউ লাশ হয়ে যাক, কারো পরিবার ধ্বংস হয়ে যাক কিংবা প্রিয় জন্মভূমির মর্যাদায়ও আঘাত আসুক অথবা অত্যন্ত গোপন সংবাদই বা হোক না কেন 'সাংবাদিকতার স্বাধীনাতা'র দোহাই দিয়ে অবশ্যই ছাপানো হয়। সব ধরণের সকল খবর প্রচার করাই যেন 'সাংবাদিকতার স্বাধীনতা'। সচেতন ব্যক্তি বলতে সবাই জানেন যে, সব কথা সবাইকে বলা যায় না। কোন মানুষের মৌখিক প্রচার দশ, বিশ কিংবা ৫০ বা ১০০ জন মানুষ পর্যন্ত পৌঁছে থাকে। কিন্তু সংবাদপত্র পাঠকের সংখ্যা লক্ষ লক্ষ। আর বন্ধু-শত্রু সবাই পড়ে থাকে। যদি বলার পূর্বে ভাবার এবং ছাপানোর পূর্বে মেপে দেখার মনোভাব সৃষ্টি হয়ে যেত।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি জুমার দিন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়বে কিয়ামতের দিন আমি তার জন্য সুপারিশ করবো।" (কানযুল উম্মাল)

যদি এই পবিত্র হাদীসটিকে প্রতিটি মুসলমান সাংবাদিক ভাই প্রাণের রক্ষাকবচ মনে করে থাকত, যাতে আমাদের **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী, হুযুর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তুমি যদি সম্প্রদায়ের সম্মুখে এমন কোন কথা বলে থাক, যা তারা বুঝে উঠতে পারে না, তাহলে তা অবশ্যই তাদের কারো না কারো উপর ফিতনা হবে।" (ইবনে আসাকির, ৩৮তম খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা) সাংবাদিকতার স্বাধীনতা কি এরই নাম যে, নির্বিচারে মুসলমানদের সম্মানে আঘাত হানা হবে? ঘুষের লোভে প্রতিপক্ষ বংশীয় আভিজাত্যকে নির্দ্বিধায় ভূলুণ্ঠিত করা হবে? মুসলমানদের বিরুদ্ধে চরম অপবাদ লেপন করা হবে? শরীয়াত তো বরং এ কথাই বলে যে, কোন অমুসলিমের বিরুদ্ধেও অপবাদ লেপন করা যাবে না। অথচ অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, বর্তমানে মুসলমানরাই একে অপরের বিরুদ্ধে বিভিন্ন ধরণের অপবাদমূলক উক্তি করে। আর বিভিন্ন সংবাদপত্র এগুলো সংবাদপত্রের স্বাধীনতার নামে চোখ বুজেই ছাপিয়ে দেয়। বিশেষ করে নির্বাচনী মূহুর্তগুলোতে নামে মাত্র পাওয়া ঘুষের বিনিময়ে এক পক্ষের সরাসরি পক্ষ অবলম্বন পূর্বক অন্য পক্ষের চরম দুর্নাম করা হয়ে থাকে। এমনকি তার বিশেষ গোপন দোষ-ত্রুটি ফাঁস করে দেয়া হয়। এভাবে গুনাহের এক দীর্ঘ ধারাবাহিকতা সৃষ্টি হতে থাকে। নির্বাচন শেষ হয়ে যায়, কিন্তু শত্রুতা চির দিনের জন্য থেকেই যায়।

বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে এমন কোন সংবাদ প্রচার করবেন না

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! মহান **আল্লাহ্** আমাদেরকে দুনিয়ার লোভ থেকে বাঁচিয়ে রাখুন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার প্রতি অধিকহারে দরূদ শরীফ পাঠ করো, নিশ্চয় আমার প্রতি তোমাদের দরূদ শরীফ পাঠ, তোমাদের গুনাহের জন্য মাগফিরাত স্বরূপ।" (জামে সগীর)

মুসলমানের মাঝে ফিতনা সৃষ্টিকারী হওয়া থেকে বাঁচিয়ে তিনি যেন আমাদেরকে শান্তি ও নিরাপত্তার আহ্বানকারী হিসাবে কবুল করেন। আমীন! শতকোটি আফসোসের কথা হলো, অনেক সময় ইচ্ছাকৃত ভাবে এমন কিছু বিষয়ও ছাপানো হয়, যা মুসলমানদের মাঝে ফিতনা-ফ্যাসাদ এবং মন্দ সমালোচনার মাধ্যম হয়। এ ধরণের কর্মকাণ্ডে জড়িতদেরকে **আল্লাহ্ তাআলা**কে ভয় করা এবং নিজের মৃত্যুকে স্মরণ করা উচিত। এ ধরণের গরম খবরের কারণে যদিও সংবাদ পত্র কয়েক কপি বেশিও বিক্রি করা যায় এবং এ দ্বারা যদি তুচ্ছ দুনিয়ার সামান্য অর্থও উপার্জন করতে পারেন, তবু বলুন তা আপনার কাছে কত দিন অবশিষ্ট থাকবে? আপনি তা কত দিন ধরে ভোগ করতে পারবেন? আমি বলতে চাই, এই ক্ষণস্থায়ী পৃথিবীতে আপনি নিজেই বা কত দিন থাকতে পারবেন? কত দিন ফুল পড়তে থাকবে? স্মরণ রাখবেন! এক দিন আপনাকে অন্ধকার কবরে তো যেতেই হবে। كما تدين تدان (অর্থাৎ- যেমন কর্ম তেমন ফল) এর সম্মুখীন হতে হবে। মন্দ সমালোচনা প্রসার করার জন্য **আল্লাহ্**র পক্ষ থেকে যে শাস্তি রয়েছে, সেটিকে ভয় করুন এবং আপনার মনের মধ্যে আখিরাতের ভয় সৃষ্টি করার জন্য একটি আয়াত শরীফ ও একটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। পারা: ১৮, সূরা: নূর, আয়াত: ১৯ -এ **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

اِنَّ الَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اَنْ تَشِیْعَ الْفَاحِشَةُ فِی الَّذِیْنَ اٰمَنُوْا لَهُمْ عَذَابٌ اَلِیْمٌۙ فِی الدُّنْیَا وَ الْاٰخِرَةِ ؕ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: নিশ্চয় যারা কামনা করে যে, ঈমানদারদের মাঝে অশ্লীলতার চর্চা করবে, তাদের জন্য দুনিয়া ও আখিরাতে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর প্রতিদিন সকালে দশবার ও সন্ধ্যায় দশবার দরূদ শরীফ পাঠ করে, তার জন্য কিয়ামতের দিন আমার সুপারিশ নসীব হবে।" **(মাজমাউয যাওয়ায়েদ)**

হাদীস শরীফে রয়েছে: "ফিতানা ঘুমন্ত অবস্থায় থাকে। যে তা জাগ্রত করবে তার উপর **আল্লাহ্**র লানত অবধারিত।"

(আল জামিউস সগীর, লিস সুয়ূতী, ৩৭০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫৯৭৫)

মানুষের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টিকারী সংবাদ প্রসার করা

এ বিষয়টিতে আপনি যতই আফসোস করবেন তা কমই হবে যে, বর্তমানে কতিপয় সাংবাদিকদের কাজই হলো, কেবল কিছু কথা ছড়ানো এবং মানুষের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি হবে এমন সংবাদ পরিবেশন করা। তাদের একান্ত চেষ্টা থাকে যে, কীভাবে ঘরে ঘরে ঢুকে লোকদের মাঝে উত্তেজনা সৃষ্টি করবে এমন কোন ব্যক্তিগত অবস্থা সংগ্রহ করা যায়। কীভাবে প্রমাণ স্বরূপ বিভিন্ন ফটোও তৈরি করে নেওয়া যায়। আর কীভাবে তাদের কথাগুলো প্রচার করত: লোকদের মাঝে তাদের সম্মানে ঘাটতি আনা যায়। কীভাবে মুসলমানদের মাঝে পরস্পর ঘৃনার সৃষ্টি করা যায় এবং তাদের মাঝে ঝগড়া বাধিয়ে দেওয়া যায়। বর্তমানে এ ব্যাপারে বড় গোয়েন্দা মূলক কর্মকাণ্ড রয়েছে। সংবাদও তো গোয়েন্দাগীরি। বিষয়বস্তুও গোয়েন্দাগীরি। আর ঘটনাও তো গোয়েন্দাগীরি। **আল্লাহ্ তাআলা** আমাদের সকল মুসলমানদেরকে পরস্পরের রক্ষণাবেক্ষণকারী বানিয়ে দিক এবং উভয় জগতের আমাদেরকে সম্মান দান করুক।

اٰمِین بِجاہِ النَّبِیِّ الْاَمین صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি কিতাবে আমার উপর দরূদ শরীফ লিখে, যতক্ষণ পর্যন্ত আমার নাম তাতে থাকবে, ফিরিশতারা তার জন্য ক্ষমা চাইতে থাকবে।" (তাবারানী)

আখলাক হোঁ আচ্ছে মেরা কিরদার হো সুথ্‌রা
মাহবুব কা সদকা তু মুঝে নেক বানা দেয়।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১০৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাংবাদিকদের ঘরে ঘরে গিয়ে আড়ি পেতে সংবাদ সংগ্রহ করা

প্রশ্ন: সাংবাদিকরা যদি সুযোগ বুঝে ঘরে ঘরে গিয়ে আড়ি পেতে সংবাদ সংগ্রহ না করে তাহলে জাতির কাছে সত্যনিষ্ঠ সংবাদ পৌঁছাবে কে?

উত্তর: বিশেষ কোন কারণ কিংবা বিধানগত কারণ ছাড়া জাতির কাছে যে কোন শ্রেণী ও পেশার মানুষের দোষ-ত্রুটি সম্বন্ধে অবহিত করানোর প্রয়োজনই বা কী? গুটি কতেক জাতিগত ও জনসাধরণের বিষয় নিয়ে বিশেষ করে এক আধটি খতিয়ে দেখা সত্যনিষ্ঠ কোন সংবাদ বর্ণনা করার অনুমতি অবশ্য হতে পারে। কিন্তু আমাদের এখানে যা কিছু চলছে তা তো গোপন কিছু নয়। মনে রাখবেন যে, কারো ব্যক্তিগত বিষয়াদি সম্পর্কে জানার জন্য আড়ি না পাতার জন্য শরীয়াত নিষেধ করেছে। যেমন- ২৬ পারার সূরা হুজরাতের ১২ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

وَلَا تَجَسَّسُوْا

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ:
আর তোমরা আড়ি পাতবে না। (পরস্পর দোষ-ত্রুটি খুঁজবে না)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবেন না

অত্র আয়াতাংশের টীকায় সদরুল আফাযিল হযরত আল্লামা মাওলানা সায়্যিদ মুহাম্মদ নঈমুদ্দীন মুরাদাবাদী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ খাযায়িনুল ইরফানে বলেছেন: অর্থাৎ তোমরা মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবে না। তাদের গোপন বিষয়াদি নিয়ে দোষ খুজাখুজি করবে না, যা **আল্লাহ্ তাআলা** আপন ছত্তারিয়াতের গুণ নিয়ে গোপন করে রেখেছেন। হাদীস শরীফে বর্ণিত রয়েছে: "তোমরা কারো ব্যাপারে কোন রূপ ধারণা করা থেকে দূরে থাকবে। কেননা, ধারণা করা সব চেয়ে বড় মিথ্যা। আর তোমরা মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করবে না। তাদের সাথে হিংসা, বিদ্বেষ ও অমানবিক ব্যবহার করবে না। হে **আল্লাহ্**র বান্দারা! তোমরা পরস্পর ভাই ভাই হয়ে থাকবে। যেরূপ তোমাদেরকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। মুসলামন পরস্পর ভাই ভাই। একে অপরের উপর অত্যাচার করবে না। তাদের অপমান করবে না। তাদের তুচ্ছ মনে করবে না। তাকওয়া এখানেই, তাকওয়া এখানেই, তাকওয়া এখানেই।" (আর 'এখানে' বলার সময় তিনি নিজের বুকের দিকে ইশারা করেছিলেন)। মানুষের জন্য এই দোষটাই যথেষ্ট যে, নিজের মুসলমান ভাইকে তুচ্ছ মনে করবে। প্রত্যেক মুসলমানের জন্য অপর মুসলমান ভাইয়ের জান, তার সম্মান, তার সম্পদও হারাম। **আল্লাহ্ তাআলা** তোমাদের শরীর, আকৃতি ও চেহারার দিকে দৃষ্টিপাত করেন না, বরং তোমাদের অন্তরের দিকেই দৃষ্টিপাত করেন।[১] (বুখারী ও মুসলিম)

[১] (মুসলিম, ১৩৮৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৩৮৬, ১৩৮৭)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

হাদীস শরীফে রয়েছে: যে ব্যক্তি দুনিয়াতে অন্যের দোষ-ত্রুটি গোপন করে, **আল্লাহ্ তাআলা** কিয়ামতের দিন তার দোষ-ত্রুটি গোপন করে রাখবেন।[১]

(খাযায়িনুল ইরফান, ৯৫০ পৃষ্ঠা । মাকতাবাতুল মদীনা)

.... তাহলে তোমরা তাদের ধ্বংস করে দেবে

হযরত সায়্যিদুনা আমীরে মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ বলেন: আমি **প্রিয় নবী, রাসূলে আরবী** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم কে ইরশাদ করতে শুনেছি: "اِنَّكَ اِنِ اتَّبَعْتَ عَوْرَاتِ النَّاسِ اَفْسَدْتَّهُمْ তুমি যদি লোকদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণে লেগে থাক, তাহলে তুমি তো তাকে ধ্বংসই করে দিলে।" (আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৮৮) প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَۃُ اللّٰہِ تَعَالٰی عَلَیْہِ হাদীসটির টীকায় লিখেছেন: প্রকাশ থাকে যে, এই মহান বাণীতে উদ্দেশ্য করা হয়েছিল বিশেষ করে হযরত মুয়াবিয়া رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ কে। কারণ, তিনি তখন অনতিবিলম্বে সুলতান পদে অধিষ্ঠিত হতে চলেছিলেন। অতএব, **অদৃশ্যের সংবাদ দাতা, নবী পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم আগে থেকেই রাজত্ব পরিচালনা করার শিক্ষা দিচ্ছিলেন যে, তুমি বাদশাহ হওয়ার পর লোকজনের গোপন দোষ-ত্রুটিগুলো অন্বেষণ করতে যাবে না। যতটুকু সম্ভব ক্ষমা করে দেবে এবং এড়িয়ে চলবে। হতে পারে কথাগুলো তিনি সকলের উদ্দেশ্যেই বলেছিলেন। যেমন পিতা যেন তার প্রাপ্তবয়স্ক সন্তানকে, স্বামী তার স্ত্রীকে এবং মালিক তার অধিনস্তদেরকে কখনো সন্দেহের চোখে না দেখে। কুধারণা করার কারণে পরিবার, সমাজ বরং রাষ্ট্রই বিপন্ন হয়ে যায়। **(মিরআত, ৫ম খন্ড, ৩৬৪ পৃষ্ঠা)**

---

[১] (বুখারী. ২য় খন্ড, ১২৬ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৪৪২)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দরূদ শরীফ পড়ে, **আল্লাহ তাআলা** তার উপর দশটি রহমত নাযিল করেন।" **(মুসলিম শরীফ)**

ছিদ্রান্বেষণকারী নিজেই লাঞ্ছিত হবে

হুযুর নবী করীম রউফুর রহীম صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "হে সেসব ব্যক্তি যারা মুখে ঈমান এনেছে কিন্তু অন্তরে এখনো ঈমান প্রবেশ করেনি, তারা যেন কোন মুসলমানের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ না করে এবং তাদের পোপন দোষগুলো যেন অন্বেষণ না করে। কেননা, যে ব্যক্তি মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করে **আল্লাহ্ তাআলা** তার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দিবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** যার দোষ-ত্রুটি প্রকাশ করে দেবেন, সে চরমভাবে লাঞ্ছিতই হবে, যদিও নিজ ঘরেই বসা থাকে।"

(আবু দাউদ, ৪র্থ খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৪৮৮০)

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলার স্বত্তা দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র। **নবীগণ** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم এবং ফিরিশতারা অপূর্ণতা তথা দোষ-ত্রুটি থেকে পবিত্র এবং নিষ্পাপ। আমাদের মতো গুনাহ্গার লোক তো এমনিতেই অসংখ্য দোষে আক্রান্ত। **আল্লাহ্ তাআলার** অতি বড় দয়া যে, তিনি আমাদের দোষগুলো গোপন করে রেখেছেন। তিনি চান যে, বান্দারাও যেন একে অপরের গোপন দোষ-ত্রুটির পর্দা না উঠায়। কিন্তু যে ব্যক্তি এই কথা মানে না, সে-ই অন্যের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা ও তা প্রকাশ করার ঘৃন্য কাজে লিপ্ত হয়। **আল্লাহ্ তাআলা** সেই ব্যক্তিকেও দুনিয়া ও আখিরাতে লাঞ্ছিত করে দেন। এমনকি তার এমন সব দোষ-ত্রুটিও তিনি প্রকাশ করে দেন যা সে নিজ পরিবার-পরিজন থেকেও গোপন করে রেখেছিল। এভাবে সে তার পরিবার-পরিজনের সুদৃষ্টি থেকেও দূরে সরে যায়। তার সন্তানেরাও তাকে আর সম্মান করে না।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "আমার উপর অধিক হারে দরূদে পাক পাঠ করো, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের জন্য পবিত্রতা।" **(আবু ইয়ালা)**

মুসলমানদের দোষ-ত্রুটি অন্বেষণ করা মুনাফিকদেরই কাজ

হযরত সায়্যিদুনা আবদুল্লাহ্ বিন মুহাম্মদ বিন মানাযিল رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেন: اَلْمُؤْمِنُ يَطْلُبُ مَعَاذِيْرَ اِخْوَانِهٖ অর্থাৎ- একজন মু'মিন তো অপর মু'মিনের কোন অপারগতা অন্বেষণ করতে থাকে। وَالْمُنَافِقُ يَطْلُبُ عَثَرَاتِ اِخْوَانِهٖ অর্থাৎ- আর মুনাফিকরা আপন ভাইদের দোষ-ত্রুটিগুলো অন্বেষণ করে। **(শুআবুল ঈমান, ৭ম খন্ড, ৫২১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১১৯৭)** মর্মার্থ হচ্ছে, ঈমানের আলামত হলো: লোকদের ওজর (অপারগতা) কবুল করা। পক্ষান্তরে তাদের ভুল-ত্রুটি অন্বেষণ করা মুনাফিকদেরই আলামত। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

কেসি কি খামিয়াঁ দেখেঁ নাহ্ মেরি আখিঁ অওর
শুনেঁ নাহ্ কান ভি আয়ব কা তাযকেরা ইয়া রব।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৯ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

ব্যভিচারের সংবাদ প্রকাশ করা কেমন?

প্রশ্ন: ব্যভিচার জনিত অপরাধীদের সংবাদ পরিবেশন করা সম্পর্কে আপনার মতামত কি?

উত্তর: সেসব সংবাদের বর্তমান ধরণ সাধারণতঃ বেপরোয়া ও গুনাহে ভরপুর হয়ে থাকে। কিছু কিছু সংবাদপত্রাদিতে ঘৃনিত সংবাদগুলো ধারাবাহিক ভাবে ছাপানো হয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

অপরাধী নারী-পুরুষের ছবিও ছাপানো হয়ে থাকে এবং লজ্জা জনক অনেক কথাই লিখা হয়ে থাকে। এসব কিন্তু নিঃসন্দেহে নাজায়েয। এবং কখনো কখনো 'সংবাদপত্র লিখন ও প্রকাশ সম্পর্কিত আইন-কানুন'ও লঙ্ঘন করা হয়ে থাকে। সংবিধানে যেসব ধারা উল্লেখ রয়েছে; তন্মধ্য থেকে কতিপয় ধারা লক্ষ্য করুন। যথা, **ধারাঃ** সার্বভৌমত্ব ও জাতীয় স্বার্থ জড়িত রয়েছে এমন যে কোন অপরাধ যাতে অপরিশুদ্ধ ছিদ্রান্বেষণ বা অনুকরণের ধারণা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। **ধারাঃ** অমার্জিত, অশ্লীল, ব্যভিচার বা অপবাদ জনিত সংবাদ প্রকাশ করা আইনত অপরাধ।

যিনার শরীয়াত সম্মত প্রমাণ

এ বিষয়টি অবশ্যই মনে রাখবেন যে, কোন নারী বা পুরুষকে ব্যভিচারের অভিযোগ দেওয়ার কাজটি অত্যন্ত মারাত্মক বিষয়। সেটি সাব্যস্ত হওয়ার জন্য শরীয়াত যা বলে, হয়ত তারা নিজেরা জবান বন্দি দিতে হবে, না হয় বিশ্বস্থ এমন চারজন সাক্ষী থাকতে হবে, যারা স্বচক্ষে ব্যভিচার করতে দেখেছে। কিন্তু তখনও তাদের উপর শরীয়াতের শাস্তি বর্তাবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত বিচারক বিভিন্ন ধরণের জবানবন্দির মাধ্যমে সে ব্যাপারে নিশ্চিত না হবেন। মোট কথা, ব্যভিচার শরীয়াত ভিত্তিক প্রমাণের জন্য অনেক সূক্ষ্ম দিক রয়েছে। যে ব্যক্তি শরীয়াত ভিত্তিক প্রমাণ ব্যতিরেকে কোন সচ্চরিত্রবান নারী বা পুরুষের বিরুদ্ধে ব্যভিচারের অভিযোগ আনে, চাই সে অভিযোগ মৌখিক হোক বা লিখিত, সে বড় গুনাহ্গার হবে এবং জাহান্নামের শাস্তির হকদার হবে।

www.dawateislami.net

৮০টি লোহার বেত্রাঘাতের শাস্তি

এ বিষয়ে হৃদয় বিদারক একটি কাহিনী শুনুন আর **আল্লাহ্ তাআলার** ভয়ে কেঁপে উঠুন। **দা'ওয়াতে ইসলামীর** প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ১১৮২ পৃষ্ঠা সম্বলিত বাহারে শরীয়াত কিতাবের ২য় খন্ডের ৩৯৪ পৃষ্ঠায় উল্লেখ রয়েছে: (হযরত) আবদুর রাজ্জাক (رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ) (সায়্যিদুনা) ইকরামা (رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُ) থেকে বর্ণনা করেন, তিনি বলেন: কোন মহিলা তার বাঁদীকে (দাসীকে) ব্যভিচারী বলল। আবদুল্লাহ্ ইবনে ওমর رَضِیَ اللهُ تَعَالٰى عَنْهُمَا বললেন: তুমি কি তাকে ব্যভিচার করতে দেখেছ? সে বললো: না। তিনি বললেন: সেই সত্তার কসম, যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এই কাজটির কারণে কিয়ামতের দিন তোমাকে লোহার বেত দিয়ে ৮০টি আঘাত করা হবে। (মুসান্নাফে আবদুররাজ্জাক, ৯ম খন্ড, ৩২০ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১৮২৯১) বিশেষ করে সাংবাদিকদের নিকট মাদানী অনুরোধ এই যে, মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত বাহারে শরীয়াত ৩য় খন্ডে সংযুক্ত ৯ম অংশে ব্যভিচার, অপবাদ, মদ্যপান ইত্যাদি সম্পর্কে ফিকাহী মাস্আলাগুলো জেনে নিবেন। আপনার জ্ঞানও বাড়বে। অন্তরে **আল্লাহ্**র ভয়ও বৃদ্ধি পাবে। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

দেয় খোদা আয়সী নজর জু খোবিয়াঁ দেখা করে
খামিয়াঁ দেখে নাহ্ বস্ আচ্ছায়িয়াঁ দেখা করে।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত মাদানী ফুল

প্রশ্নঃ সাধারণতঃ সংবাদপত্রাদি বিজ্ঞাপনের উপার্জন থেকেই চলে। এ ব্যাপারে কিছু মাদানী ফুল উপহার দিবেন কি?

উত্তরঃ সংবাদ পত্রাদিতে বিজ্ঞাপন ছাপানো জায়েয রয়েছে। শর্ত হলো, কোন প্রাণীর ছবি বা শরীয়াত বিরোধী কিছু না থাকা। জাদু-টোনা কারীদের, সূদভিত্তিক প্রতিষ্ঠানগুলোর, শরীয়াত বিরুদ্ধ নিয়মে চালানো ব্যবসায়ীদের, গুনাহে ভরা লটারীর, ইসলাম গর্হিত আকীদার কিতাবাদির সহ অমুসলিম ধর্মজাযকদের অভিনন্দন সম্বলিত বিজ্ঞাপনগুলো ছাপানো যাবে না। বর্তমান সময়ের বিজ্ঞাপনগুলোতে বেশির ভাগই মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করা হয়ে থাকে এবং অতিরঞ্জন করা হয়ে থাকে। (সংবাদ পত্রগুলোর) এ ধরণের বিজ্ঞাপন সমূহ ছাপানো থেকেও বিরত থাকতে হবে। যেমন- ভেজাল, অপূর্ণাঙ্গ কিংবা যেসব ঔষধ নিরাময়ের পক্ষে প্রবল ধারণা সৃষ্টি হয় না, সেসব কিছুর বিজ্ঞাপনে "আরোগ্যলাভের ১০০% গ্যারান্টিযুক্ত" লিখে ছাপিয়ে দেওয়া অতিরঞ্জন। বরং এসব কথা কোন ঔষধের ক্ষেত্রেই বলা উচিত নয়। কেননা, চিকিৎসক মাত্রই জানেন যে, চিকিৎসা বিজ্ঞানটি সর্বতোভাবেই আপেক্ষিক একটি বিষয়। কোন ঔষধের ব্যাপারেই নিশ্চিত বলা যাবে না যে, এ দিয়ে নিরাময় হবেই। এমন অসংখ্য রোগ রয়েছে যেগুলোর ঔষধ চিহ্নিত হয়েছে। সেগুলোতে রোগের সমস্ত লক্ষণাদি পরীক্ষা-নিরীক্ষা করা সত্ত্বেও প্রতিদিন অসংখ্য রোগী মারা যাচ্ছে। এটি সেই কথাটিরই উজ্জ্বল প্রমাণ যে, কোন ঔষধই এমন নেই যে, যা দ্বারা আরোগ্য হওয়ার বিষয়টি অকাট্য ও নির্দিষ্ট ভাবে বলা যেতে পারে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" **(আল কওলুল বদী)**

আরোগ্য কেবল **আল্লাহ্**রই পক্ষ থেকে হতে পারে। মোটকথা সংবাদ পত্রাদিতে গুনাহে ভরা বিজ্ঞাপনগুলো ছাপানো গুনাহের কাজ। কেবল জায়েয বিজ্ঞাপনগুলোই ছাপানো যেতে পারে। পবিত্র কুরআনের ৬ষ্ঠ পারায় সূরা মায়েদার ২নং আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

وَتَعَاوَنُوْا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى ۪ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۪ وَاتَّقُوا اللّٰهَ ؕ اِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ ۝

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: তোমরা সৎকাজ ও **আল্লাহ্**ভীতির ব্যাপারে একে অপরের সাহায্য-সহযোগিতা করবে। পক্ষান্তরে গুনাহ ও অতিরঞ্জনের ব্যাপারে একে অপরের সহযোগিতা করবে না। আর তোমরা **আল্লাহ্**কে ভয় করো। নিশ্চয় **আল্লাহ্** শাস্তি দানের ক্ষেত্রে কঠোর।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** ভাল জানেন।

বন্দে পে তেরে নফসে লঈঁ হো গেয়া মুহীত
আল্লাহ্! কর ইলাজ মেরি হিরছ ও আয কা। **(যওকে নাত)**

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সিনেমার বিজ্ঞাপন

প্রশ্ন: সিনেমার বিজ্ঞাপন সম্পর্কেও কিছু বলুন।

উত্তর: সিনেমা, নাটক ও মিউজিক শো ইত্যাদির বিজ্ঞাপনগুলো সংবাদ পত্রে দেওয়া গুনাহ্, হারাম ও জাহান্নামে নিয়ে যাওয়ার মতো কাজ। এ ধরণের বিজ্ঞাপনের মাধ্যমে উপার্জিত অর্থও হারাম। এই বিজ্ঞাপনগুলো দেখে যেসব লোক সিনেমা-নাটক দেখবে বা মিউজিক শোতে অংশগ্রহন করবে তাদের প্রত্যেকেরই গুনাহ হবে।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো اِنْ شَآءَ اللہ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

আর তাদের সকলের সম্মিলিত গুনাহের পরিমাণ গুনাহ হবে মালিক পক্ষের এবং বিজ্ঞাপন দেওয়ার দায়িত্বশীলদের। মনে করুন, বিজ্ঞাপনটি দেখে দশ হাজার লোক সিনেমাটি দেখল। তাহলে উল্লিখিত সংবাদপ্রত্রের মালিক সংশ্লিষ্টদের দশ হাজার গুনাহ হবে।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّمই ভাল জানেন।

সরওয়ারে দ্বীঁ! লীজেয়ে আপনে না তাওয়ানোঁ কি খবর,
নফস ও শয়তাঁ সায়্যিদা! কব তক দাবাতে জায়েঙ্গে।
(হাদায়িকে বখশিশ শরীফ)

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

সংবাদের বিষয়বস্তু কেমন হতে হবে?

প্রশ্ন: সংবাদের বিষয়বস্তু কেমন হওয়া চাই?

উত্তর: সংবাদ ইসলামের রঙে রঙ্গিন, **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **প্রিয় রাসূল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর মুহাব্বত অন্তরে জাগ্রহকারী, সাহাবায়ে কেরাম ও আহলে বাইতে **রাসূল** صَلَّی اللہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم এর ইশক ও মুহাব্বত সৃষ্টিকারী, নেক কাজে উৎসাহ সৃষ্টিকারী এবং গুনাহে ঘৃনা সৃষ্টিকারী বিষয়বস্তু হওয়া চাই। এমন সব বিষয় নিয়ে লিখা উচিত, যেগুলো পাঠ করলে পাঠক নামাযী হবে, সুন্নাতের অনুসারী হয়ে যাবে, পিতা-মাতার আনুগত্যের শিক্ষা পাবে, পরষ্পরের মাঝে ভ্রাতৃত্ববোধ জেগে উঠবে এবং একে অপরের প্রতি সম্প্রীতির মনোভাব সৃষ্টি হবে। কিন্তু অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, এমনটি দেখা যায় না। প্রায় সকল দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলো রুচিহীন, অশ্লীলতা, সমাজ বিপন্নকারী বিষয়-বস্তু, নিছক প্রেমগাথা ও ফাসেকীপূর্ণ বিষয়বস্তুতে পরিপূর্ণ থাকে।

www.dawateislami.net

এগুলো পাঠ করে মানুষ ধর্ম থেকে বরং আরো দূরে সরে যায়। তা ছাড়া এসবের মাধ্যমে তারা দিন-রাত নতুন আঙ্গিকে গুনাহের দিকে ধাবিত হতে থাকে। চোরী-ডাকাতীর নতুন নতুন কৌশল শিখে থাকে।

ওলামা-মাশায়িখদের কাজের সমালোচনা

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে আহলে সুন্নাতের ওলামা-মাশায়িখগণের পদতলে স্থান দিক এবং কিয়ামতের দিন তাদেরই দলে আমাদের হাশর করুক। আমীন! বর্তমানে তো এমনই মনে হয় যে, কিছু কিছু সাংবাদিকদের যেন ওলামা-মাশায়িখ সহ ধর্মীয় প্রকৃতি ও আকৃতির প্রতি বিদ্বেষই রয়েছে। যেখানেই ধর্মীয় কোন ব্যক্তিত্ব, মসজিদের ইমাম, মুয়াজ্জিন ইত্যাদি যেকোন ব্যক্তির কোনরূপ সামান্য ভুল-ত্রুটির কথা যদি নির্ভরযোগ্য সূত্র ব্যতিরেকেও কানে আসে, অমনিই সেটি লুফে নেয়। সাথে সাথে ধর্মীয় সেই ব্যক্তিটিকে তুচ্ছ-তাচ্ছিল্য করা সহ দস্তুরমত ধারাবাহিক অনেক দিন ধরে সমালোচনায় মেতে থাকে। অবশ্য ঝাড়-ফুঁককারী, তাবিজ-তুমারকারী, বাবাদের ভুল-ত্রুটি লক্ষ্য করা গেলে এবং শরীয়াত সম্মতভাবে প্রমাণিত হওয়া সাপেক্ষে সেই বিশেষ ব্যক্তিটির অকল্যাণ থেকে লোকজনকে বাঁচানোর উদ্দেশ্যে তার সম্বন্ধে কিছু লিখা জায়েয রয়েছে। এবং সেভাবে এই প্রকৃতির অপরাপর মিথ্যাবাদী ও প্রতারক থেকে সাবধান থাকার জন্য পরামর্শ দেওয়াও জায়েয রয়েছে। কিন্তু এটি মোটেও জায়েয নেই যে, তাকে 'ভন্ড পীর' কিংবা 'ভন্ড বাবা' ইত্যাদি নাম দিয়ে প্রকৃত ওলামা-মাশায়িখদের বদনামীর এক ঘৃন্য ধারার প্রচলন করবে। অথচ যেকোন তাবিজদাতারা পীর-মুরিদী ইত্যাদি করে না। তাবিজ-তুমারি করা এক জিনিস, পীর-মুরিদী হচ্ছে অন্য জিনিস।

www.dawateislami.net

কিছু কিছু কলামিষ্টদের কাণ্ড

কিছু কিছু কলামিষ্ট শরীয়াতের বিষয়েও নির্ভয়ে নাক গলায়। তাদেরকে ইসলামী ব্যক্তিবর্গের বিরুদ্ধেও কুৎসা লেপন করতে লক্ষ্য করা যায়। কলাম লিখার মাধ্যমে তারা যাকে ইচ্ছা মানহানি করে। তাঁদের মান-সম্মান ও আত্মমর্যাদায় জঘন্য ধরণের ঘাটতি আনা হয়। পক্ষান্তরে যার প্রতি তারা সদয় ভাব পোষণ করে সে যতই না পাপ-পঙ্কিলতার সমাজে লালিত-পালিত ময়লার ড্রেনের কীটও হয়ে থাকুক না কেন, দুনিয়াতে তাকে "হিরো" বনিয়ে দেয়।

গুনাহ্পূর্ণ লিখা মৃত্যুর পরও গুনাহ্ অব্যাহত রাখতে পারে

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদের উপর সর্বদা সন্তুষ্ট থাকুক। আর আমাদের সমস্ত গুনাহ্ মাফ করে দিক। আমীন! প্রত্যেকেরই এমন মনোভাব সৃষ্টি করা উচিত যে, যে কথা মৌখিক ভাবে বলাতে সাওয়াব পাওয়া যায় সেটি লিখিত রূপে প্রকাশ করাও সাওয়াবেরই কারণ। পক্ষান্তরে যে কথা মুখে বলা গুনাহ্, সে কথা লিখিত রূপে প্রকাশ করাও গুনাহের কাজ। বরং কোন কথা মুখে বলার তুলনায় লিখে প্রকাশ করার মাধ্যমে সাওয়াব বা গুনাহ বহুগুণে বেশি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। কথিত আছে: اَلْخَطُّ بَاقٍ وَّالْعُمُرُ فَانٍ অর্থাৎ 'লিখা অবশিষ্ট থেকে যাবে আর জীবন শীঘ্রই নিঃশেষ হয়ে যাবে।' মোট কথা, লিখিত কথাটি অনেক দিন পর্যন্ত থেকে যায়। আর তা সময়ে সময়ে পড়া যায়।

www.dawateislami.net

কথাটি যত দিন পর্যন্ত অবশিষ্ট থাকবে, তত দিন পর্যন্ত লোকজন তা থেকে ভাল বা মন্দ দিকগুলো গ্রহণ করতে থাকবে। লিখক চাই মৃত্যুবরণ করুক, এজন্য সাওয়াব বা শাস্তির মধ্যে বৃদ্ধির ধারাবাহিকতা জারী থাকাবে। গুনাহে ভরা লিখা মৃত্যুর পরও অবশিষ্ট থেকে পাঠ অব্যাহত থাকার ও জারী থাকার ভয়ানক কল্পনাই **আল্লাহ্**র ভয়ে ভীত একজন মুসলমানের মাথাকে ঘুরিয়ে দেবার জন্য যথেষ্ট।

একটি ভুল শব্দও যেন জাহান্নামে নিয়ে যেতে না পারে

প্রিয় সাংবাদিক ইসলামী ভাইয়েরা! আল্লাহ্ তাআলা আমাদেরকে দ্বীন-দুনিয়ার প্রতিটি ব্যাপারে সাবধান থাকতে পারার সৌভাগ্য দান করুক। এবং আমাদের আখিরাত বরবাদ হয়ে যাওয়া থেকে বাঁচিয়ে রাখুন। আমীন! বলা বা লিখার ক্ষেত্রে অত্যন্ত চিন্তা-ভাবনা করা দরকার। **আল্লাহ্** না করুক, আমাদের মুখ বা লিখনী থেকে এমন কোন কিছু যেন প্রকাশ না পায়, যা দ্বারা দুনিয়া ও আখিরাত উভয়টি বরবাদ হয়ে যায়। এ ব্যাপারে দুইটি হাদীস শরীফ লক্ষ্য করুন। যথা- (১) "নিঃসন্দেহে মানুষ এমন কথা বলে ফেলে যাতে সে কোন অসুবিধা আছে বলে মনে করে না, অথচ সে জন্য তাকে সত্তর বৎসর যাবৎ জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হতে থাকবে।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৪১ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩২১) (২) "কোন ব্যক্তি **আল্লাহ্ তাআলা**র অসন্তুষ্টির এমন কথা বলে এমন পর্যায়ে নেমে যায়, যা সে কখনো কল্পনাও করতে পারে না। অতঃপর সেই কথাটির কারণে লোকটির উপর **আল্লাহ্ তাআলা** তাঁর অসন্তুষ্টি কিয়ামত পর্যন্তের জন্য লিখে দেন।" (আল মুজামুল কবীর, ১ম খন্ড, ৩৬৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ১১২৯)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

আমার আক্বা আ'লা হযরত رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ধর্মীয় জ্ঞান না-থাকা কোন লোক কর্তৃক ইসলামী বিষয়ে কিছু লিখা ও শরীয়াতে নাক গলানো লোকদের নিন্দাবাদ জানাতে গিয়ে বলেন: যে মানুষ দুই এক হরফ উল্টা-পাল্টা উর্দু (বাংলা) লিখতে পারে, সে ব্যক্তিই আবার মুসান্নিফ, মুহাক্কিক এবং মুজতাহিদ হয়ে গেছেন (!) আর পবিত্র দ্বীন ইসলামে নিজের অপূর্ণ জ্ঞান ও ভুল মতামত দিয়ে নাক গলাচ্ছে। কুরআন, হাদীস, আকীদা ও ইমামগণের বাণীর বিপরীতে অবস্থান নিয়ে যেখানে গিয়ে পৌঁছার পৌঁছে গেছে। **(ফতোওয়ায়ে রযবীয়া, ২৩ খন্ড, পৃষ্ঠা ৫০৪)**

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

দীনি হামিয়াত তু মুঝে রব্বে করীম দেয়
ডর আপনা, শরম, আপনি দেয়, কলবে ছলীম দেয়।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

বিষয়ভিত্তিক লিখকদের উদ্দেশ্যে মাদানী ফুল

প্রশ্ন: বিষয়ভিত্তিক লিখকদের জন্য কিছু মাদানী ফুল উপহার দিন।

উত্তর: যখনই বিষয়ভিত্তিক লিখা কিংবা কোন বিষয়ে লিখার প্রয়োজন হয়, সর্বপ্রথম নিজেকে নিজে প্রশ্ন করবেন যে, যা আমি লিখতে চাই সেটির শরীয়াত ভিত্তিক দৃষ্টিকোণ কী রূপ? সেটিতে আদৌ সাওয়াব পাওয়া যাবে কি না? এমন তো হবে না যে, গুনাহে ভরা লিখাগুলো লিখে দুনিয়াতে রেখে যাব আর কবর ও আখিরাতেও ফেঁসে যাব। মোট কথা, লিখা আরম্ভ করার পূর্বে সেটির ধর্মীয় ও আখিরাতের উপকারিতা সহ পার্থিব বৈধ সকল লাভ সম্পর্কে ভালভাবে চিন্তা করে নিবেন।

www.dawateislami.net

প্রয়োজনে ওলামায়ে কেরামদের কাছ থেকে পরামর্শ করে নিবেন। যখন শরীয়াত এবং আখিরাতের দৃষ্টিকোণ দ্বারা পরিপূর্ণ আশ্বস্থ হয়ে যেতে পারবেন তখনই **আল্লাহ্ তাআলার** সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে সাওয়াব পাওয়ার আশায় ভাল ভাল নিয়্যত করার পর **আল্লাহ্র** নামে কলম ধরবেন।

এক লেখকের কাহিনী

জাহিযকে (যিনি ছিলেন মুতাযিলা মতবাদের একজন লেখক) তার মৃত্যুর পর কেউ স্বপ্নে দেখে জিজ্ঞাসা করলো: আপনার সাথে কীরূপ ব্যবহার করা হচ্ছে? তিনি জবাবে বললেন: নিজের কলম দ্বারা কেবল এমন বিষয় লিখো, কিয়ামতের দিন যে লিখাটা দেখে তুমি আনন্দিত হতে পারবে।

(ইহ্ইয়াউল উলুম, ৫ম খন্ড, ২৬৬ পৃষ্ঠা)

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

দেয় তমীজ আচ্ছে ভালে কি মুঝ কো আয় রব্বে গফুর
মাঁই উয়হী লেখো করে জো সুরখ রো তেরে হুযুর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শুনা কথায় কান দিয়ে অন্যকে গুনাহ্গার বলা

প্রশ্ন: কোন ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে যদি মন্দ কোন বিষয়ের সংবাদ জনগণের মাঝে ব্যাপক হয়ে যায়, তখন সেই সংবাদ প্রকাশ করা যাবে কি না?

উত্তর: কেবল এই ভিত্তির উপর কারো কোন সংবাদ প্রকাশ করা যাবে না।

www.dawateislami.net

কেননা, **নবী করীম, রউফুর রহীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "كَفٰى بِالْمَرْءِ كَذِبًا اَنْ يُّحَدِّثَ بِكُلِّ مَا سَمِعَ অর্থাৎ- 'কোন ব্যক্তি মিথ্যুক হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, প্রত্যেক শুনা কথা (যাচাই-বাচাই ছাড়া) অন্যের কাছে বলে বেড়াবে।" (মুকাদ্দামাতু সহীহ মুসলিম, ৮ পৃষ্ঠা, হাদীস- ৫) কারো ব্যাপারে কোন গুনাহের বিষয় জন সমক্ষে প্রসিদ্ধি লাভ করা সেই ব্যক্তির গুনাহগার হবার পক্ষে প্রমাণ নয়। আমার আক্বা আ'লা হযরত ইমামে আহ্লে সুন্নাত মাওলানা শাহ্ ইমাম আহমদ রযা খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ ফতোওয়ায়ে রযবীয়ার ২৪ খন্ডের ১০৬ থেকে ১০৮ পৃষ্ঠায় জগদ্বিখ্যাত হানাফী আলিম হযরত আল্লামা আরিফ বিল্লাহ্, নাসিহ্ ফিল্লাহ্, সায়্যিদ আবদুল গনী নাবলুসী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ দীর্ঘ এক বাণী বর্ণনা করেছেন। তারই অংশবিশেষের সারমর্ম হচ্ছে: কাউকে কেবল এই কারণে গুনাহগার বলা জায়েয নেই যে, অসংখ্য লোক তাকে গুনাহের সাথে সম্পৃক্ত করে। এদিকে এমনিতেই বর্তমানে মানুষের মাঝে হিংসা, বিদ্বেষ, হানাহানি, প্রতিহিংসা ও মিথ্যার ব্যাপকতা বেড়ে গেছে। কখনো কখনো মানুষ অজ্ঞতা বশতঃও কারো বিরুদ্ধে অপবাদ দিয়ে বসে। লোকদের কাছে তার সমালোচনাও আরম্ভ করে দেয়। লোকজনও তার বরাত দিয়ে অন্য জনের কাছে প্রকাশ করতে থাকে। লোক পরম্পরায় সংবাদটি এমন কোন ব্যক্তির নিকট গিয়ে পৌঁছে, যে নিজের জ্ঞান-গরিমা নিয়ে দম্ভ করে এবং **আল্লাহ্**র দয়া থেকে দূরে রয়েছে। সে বাস্তব জ্ঞান না থাকার কারণে বর্ণিত সেই গুনাহের ব্যাপারটি কোন রূপ যাচাই করা ছাড়াই এভাবে আলোচনায় আনে যে, এই সংবাদটি ধারা পরম্পরায় পাওয়া।

www.dawateislami.net

অথচ বাস্তবতা এই যে, যে ব্যক্তির দিকে গুনাহের সম্পৃক্ততা আছে বলে বলা হচ্ছে, সে বেচারা স্বপ্নেও সে বিষয়টি দেখে নি। তিনি আরো বলেন: ধারা পরম্পরায় বা চোখ দেখা গুনাহ্ যদি সাব্যস্তও হয়ে যায়, সে ক্ষেত্রেও তা প্রকাশ করা বন্ধ করে দিবেন। কেননা, লোকজনের মাঝে গীবত স্বরূপ কারো গুনাহের বিষয় নিয়ে আলোচনা করা হারাম। এ কারণে যে, গীবত সত্য হয়ে থাকলেও হারাম।

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** ভাল জানেন।

আইবোঁ কো আইব জো কি নজর ডোন্ডতি হে পর
হার খোশ নজর কো আতি হেঁ আচ্ছায়িয়াঁ নজর।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

যে কোন সংবাদ প্রকাশ করার পূর্বে কি ভালো ভাবে যাচাই করে নিতে হবে?

প্রশ্ন: যে কোন সংবাদ প্রকাশ করার পূর্বে কি ভালভাবে যাচাই করে নিতে হবে?

উত্তর: যা কোন ব্যক্তি, জাতি, প্রতিষ্ঠান ইত্যাদির নিন্দা, ক্ষতি কিংবা তুচ্ছ করার স্বার্থে হবে না, শরীয়াত-বিরুদ্ধ হবে না, ফিতনা বা জনসাধারণের নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটায় এমন কিছু থাকবে না, দেশের কোন ধরণেরই বিধানের পরিপন্থী হবে না, এমনসব জায়েয ও ক্ষতিবিহীন সংবাদ দুর্বল কোন সূত্র পেলেও ছাপানো যেতে পারে। অবশ্য অযথা ও অর্থহীন সংবাদ, অহিতকর গাথা, অনর্থক বিষয়বস্তুর সংবাদ পরিহার করা উচিত।

www.dawateislami.net

নবী করীম, রউফুর রহীম, রাসূলে আমীন صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "اِنَّ مِنْ حُسْنِ اِسْلَامِ الْمَرْءِ تَرْكُهٗ مَا لَا يَعْنِيْهِ অর্থাৎ- অনর্থক বিষয়বস্তু পরিহার করে চলা মানুষের ইসলামী সৌন্দর্যের অন্যতম।" (তিরমিযী, ৪র্থ খন্ড, ১৮৮৫ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২৩২৫) **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান মাকতাবাতুল মদীনা কর্তৃক প্রকাশিত ৬৩ পৃষ্ঠা সম্বলিত 'বেটে কো নসিহত' নামক কিতাবের ৯ থেকে ১০ পৃষ্ঠায় হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ বলেছেন: হে প্রিয় বৎস! **প্রিয় নবী** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم নিজের উম্মতের উদ্দেশ্যে যে নসিহত করেছিলেন, তন্মধ্য থেকে একটি সুগন্ধিযুক্ত মাদানী ফুল হচ্ছে: কোন বান্দা কর্তৃক অযথা কোন কাজে ব্যস্ত হওয়া এই কথারই ইঙ্গিত বহন করে যে, **আল্লাহ্ তাআলা** তার উপর থেকে রহমতের দৃষ্টি তুলে নিয়েছেন। আর বান্দাদেরকে যে উদ্দেশ্যে সৃষ্টি করা হয়েছে সে যদি জীবনের একটি মাত্র মূহুর্ত (সেই উদ্দেশ্য থেকে সরে গিয়ে) অতিবাহিত করে তাহলে সেই বান্দা এই বিষয়টির যোগ্য যে, তার আক্ষেপ সুদীর্ঘ হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তির বয়স চল্লিশোর্ধ আর এর পরেও তার ভাল দিকগুলো যদি তার মন্দ দিকগুলো থেকে বেশি না থাকে, তাহলে তাকে জাহান্নামে যাওয়ার জন্য প্রস্তুত থাকা উচিত। (তাফসীরে রুহুল বয়ান, সূরা- বাকারা, আয়াত- ২৩২, ১ম খন্ড, ৩৬৩ পৃষ্ঠা) (হে বৎস!) বুদ্ধিমান ও জ্ঞানী ব্যক্তির জন্য এই নসিহতটাই যথেষ্ট।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

গো ইয়ে বান্দা নিকম্মা হে বেকার, ইস্ ছে লে ফজল ছে রব্বে গফ্ফার।
কাম ওহ জিস মেঁ তেরি রেযা হে, ইয়া খোদা তুঝ ছে মেরি দোয়া হে।

(ওয়াসায়িলে বখিশিশ, ১৩৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

শয়তান গুজব ছড়ায়

প্রশ্ন: উড়ো খবরের মাধ্যমে জানা গেলো, অমুক অমুক দল পরস্পর বৈরি হয়ে গেছে। তাদের মাঝে সংঘর্ষ হয়েছে। এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করা সম্পর্কে কিছু বলবেন কি?

উত্তর: সত্যিই সত্যিই যদি এমন ঘটনা ঘটেও থাকে, তবু এ ধরণের সংবাদ প্রকাশ করাতে ক্ষতি ছাড়া কিছুই নেই। কেননা, এভাবে সংঘর্ষ কেবল বেড়েই চলে, জান-মাল ধ্বংস হওয়া সহ নাশকতামূলক কর্মকাণ্ড কেবল বৃদ্ধি পেতে থাকে। 'জন-নিরাপত্তায় বিঘ্ন ঘটানোর প্রচেষ্টা' সম্বলিত সংবাদগুলো তো এমনিতেই আমাদের দেশের আইন-বিরুদ্ধও বটে। বাকি রইল উড়ো খবর নিয়ে। যাকে গুজব বলা হয়। এই উপর তো কোন ভবেই নির্ভর করা যাবে না। এসব গুজব তো মানুষের আকৃতিতে এসে শয়তানও ছড়িয়ে থাকে। যথা- হযরত সায়্যিদুনা ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللهُ تَعَالٰی عَنْهُ বলেন: শয়তান মানুষের আকৃতি ধরে মানুষের মাঝে আগমন করে। আর মানুষদেরকে মিথ্যা কোন সংবাদ দিয়ে চলে যায়। লোকজন তো বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে যায়। কেউ বলে থাকে, আমি এক ব্যক্তির নিকট শুনেছি যাকে দেখলে চিনব কিন্তু পরিচয় জানি না। সে এমন এমন বলেছে। (মুকাদ্দামায়ে মুসলিম, ৯ পৃষ্ঠা)

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করা ভুলে গেলো, সে জান্নাতের রাস্তা ভুলে গেলো।" (তাবারানী)

পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পর পরই গুজবের কারণে সৃষ্ট নাশকতা

প্রসিদ্ধ মুফাস্সীর, হাকীমুল উম্মত হযরত মুফতী আহমদ ইয়ার খাঁন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ উক্ত রেওয়ায়তের فَيُحَدِّثُهُمْ بِالْحَدِيْثِ مِنَ الْكَذِبِ **অনুবাদ:** তাদেরকে 'কোন মিথ্যা সংবাদ দিয়ে চলে যায়' উক্তিটি সম্পর্কে বলেছেন: "কোন ঘটনার মিথ্যা খবর, কোন মুসলমানের নামে মিথ্যা অপবাদ, নাশকতা কিংবা অপ্রীতিকর কোন মিথ্যা সংবাদ যার মৌলিকভাবে কোন ভিত্তিই নেই।" মুফতী সাহেব উক্ত রেওয়ায়তের টীকায় আরো বলেছেন: হাদীসটি সম্পূর্ণই তার প্রকাশ্য অর্থেই বিদ্যমান। কোন ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণের প্রয়োজন নেই। এটি পরীক্ষিত একটি প্রকাশ্য বিষয়। (যেমনিভাবে) রমজান মাসের ২৭ তারিখ শুক্রবার দিন মোতাবেক ১৯৪৭ সনের ১৪ আগষ্ট পাকিস্তান স্বাধীন হয়। ঈদুল ফিতরের দিনে ঈদের নামাযের সময় শহরময় এমনকি গ্রামেও সংবাদ পৌঁছে গেল যে, শিখরা অস্ত্র সজ্জিত হয়ে সেই বস্তিকে আক্রমণ করার উদ্যোগ নিয়েছে এবং তারা নিকটেই এসে গেছে। ঘরে ঘরে পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় হৈ-চৈ শুরু হয়ে গেল। সমস্ত মানুষজন যার যা ছিল হাতে নিয়ে রাস্তায় নেমে আসে। অথচ সংবাদটি সম্পূর্ণই ভুল ছিল। সবখানেই লোকের মুখে একই কথা, 'এক ব্যক্তি এসে বলে গেল, জানি না সে কে'। সে কারণে যে নাশকতাটি আরম্ভ হয়ে গেল তা সকলেই প্রকাশ্য দেখতে পেল। উক্ত হাদীসটিতে বর্ণিত বাণীর যথার্থতা প্রকাশিত হতে থাকে। শয়তানরা এভাবে গোপনেও মানুষের মনের ভেতর কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে। আবার সে প্রকাশ্যে মানুষের রূপ নিয়ে এসেও কুমন্ত্রণা দিয়ে থাকে।

www.dawateislami.net

অতএব, কোন সংবাদই যাচাই না করে প্রসার করা উচিত নয়। হাদীসটির মর্ম এও হতে পারে যে, শয়তান কখনো আলিম ব্যক্তির রূপ নিয়ে এসেও মিথ্যা হাদীস বর্ণনা করে যায়। আর সেই মিথ্যা হাদীসগুলো লোক পরম্পরায় ছড়িয়ে পড়ে। তাই যে কোন হাদীস কিতাব থেকে দেখে সেটির সনদ ইত্যাদি জেনে নিয়ে বর্ণনা করা আবশ্যক। মুফতী সাহেব বর্ণিত হাদীস শরীফটি সম্পর্কে বলেন: হাদীসটি যদিও হযরত ইবনে মাসঊদ رَضِیَ اللّٰہُ تَعَالٰی عَنْہُ এর বাণী, তবু তা মারফূ হাদীসেরই সমপর্যায়ভূক্ত। কেননা, এমন কোন কথা সাহাবী নিজের খেয়াল খুশি থেকে কখনো বর্ণনা করতে পারেন না। তা **হুযুর পাক** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم থেকে শুনেই বর্ণনা করেছেন। **(মিরআত, ২য় খন্ড, ৪৭৭ পৃষ্ঠা)** উক্ত হাদীস শরীফ এর ব্যাখ্যা থেকে সেসব লোকদেরও শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত, যারা **S.M.S**-এর মাধ্যমে মোবাইল ফোনে আসা বিভিন্ন ধরণের হাদীস অন্যদেরকে ফরওয়ার্ড করে থাকে। কেননা, সেগুলোর মধ্যে অনেক হাদীসের 'উসূলে হাদীসের' বিপরীত, মাওযূ অর্থাৎ বানোয়াট হয়ে থাকে। তাই এসব হাদীস এবং অনুরূপ সংবাদপত্র ইত্যাদিতে প্রকাশিত হাদীসগুলোও ওলামায়ে কেরামদের পরামর্শ নেওয়া ব্যতিরেকে বয়ানও করবেন না, এসএমএসও করবেন না। কেননা, এখন অসাবধান অনুবাদের ছড়াছড়ি এবং অসাবধানতারই যুগ চলছে। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন।

লব হামদ মেঁ খুলে তেরি রাহ্ মেঁ কদম চলে
ইয়া রব! তেরে হি ওয়াস্তে মেরা কলম চলে।

صَلُّوْا عَلَی الْحَبِیْب! صَلَّی اللّٰہُ تَعَالٰی عَلٰی مُحَمَّد

www.dawateislami.net

প্রতিবাদ ব্যক্ত করার নিয়ম

প্রশ্ন: কোন সংবাদপত্রে কারো নামে আপত্তিকর কোন বিষয় ছাপা হলো। এমতাবস্থায় সেটির প্রতিবাদের ব্যবস্থা কি রকম হতে পারে?

উত্তর: প্রতিবাদে 'অমুক একথাটি বলেছে' কিংবা 'অমুক এ বর্ণনা দিয়েছে' ইত্যাদি ছাপাবেন না। বরং সেই সংবাদপত্রের নামটিই উল্লেখ করবেন। যেমন- অমুক দৈনিক, সাপ্তাহিক বা মাসিকে এমন বক্তব্য দেওয়া হয়েছে। 'সম্পাদক কিংবা যার নামে উক্তিটি ছাপানো হয়েছে তাকে আক্রমণ করে কিছু বলবেন না। কেননা, সংবাদপত্র বা মাসিক পত্রিকায় কারো নাম ছাপিয়ে যাওয়া শরীয়াতের দলিল নয়। আমার (সগে মদীনা عَفِیَ عَنْهُ) (লিখক) নিজস্ব অভিজ্ঞতার কথা বলছি। কখনো কখনো আমার পক্ষ থেকে এমনসব কথা পত্রিকায় এসে যায় যা সম্পর্কে আমি জানিই না! একবার দায়িত্বহীনতা সম্পন্ন পত্রিকার সংবাদ সম্বলিত এক আলিম সাহেবের নিকট থেকে সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতির সম্পর্কে তাকে জিজ্ঞাসা করেছিলাম। তিনি আমাকে ঠিক এমনটিই বলেছিলেন: 'আমি এভাবে বলিনি। সাংবাদিকটি আমাকে ফোন করেছিল। আর সে নিজের খুশি মতো অমুক বাক্যটি বাড়িয়ে দিয়েছে।' কখনো কখানো কারো নামে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে এমন বর্ণনা ছাপিয়ে দেওয়া হয়, যেসবের প্রতিবাদে ফিতনার আশঙ্কা থেকে যায়। আর এভাবে সেটি যাচাই বাছাইয়ের শিকার হয়। মনে করুন, কোন দেশের অমুসলিম রাষ্ট্রপতি মারা গেল। কারো পক্ষ থেকে তার জন্য শোকবার্তা পাঠানো হলো। সেই শোকবার্তায় মৃতের নামে 'মরহুম' লিখে দেওয়া হলো। বলা হলো, তিনি তাঁর 'বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনা করেছেন'। এমতাবস্থায় প্রতিবাদের বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর।

www.dawateislami.net

এখানে এই মাস্আলাটিও জেনে রাখুন যে, কোন অমুসলিম বা মুরতাদ মারা গেলে তাকে যদি কেউ 'মরহুম', 'জান্নাতী' ইত্যাদি বলে কিংবা তার জন্য মাগফিরাতের দোয়া করে তাহলে সেটি কুফরী। **(বাহারে শরীয়াত, ১ম খন্ড, ১৮৫ পৃষ্ঠা)** অত্যন্ত দুঃখের বিষয় যে, কতিপয় সংবাদপত্রে এ ধরণের কুফরী উক্তি প্রায় সময় নির্দ্বিধায় ছাপিয়ে দেওয়া হয়। অনুরূপ কোন অযাচিত ব্যক্তি নেতৃত্বের আসনে এসে গেল। আর কারো পক্ষ থেকে তার উদ্দেশ্যে দেওয়া অভিনন্দ ও দোয়া ছাপিয়ে দেওয়া হলো। বেচারা কিভাবে এর প্রতিবাদ করবে? যে কোন অবস্থাতেই সংবাদপত্রের মালিকদের উচিত, খুব বুঝে শুনে লিখা এবং ওলামায়ে কেরামদের পরামর্শ মতে চলা। অন্যথায় কুফরী কথা ছাপানোর মাধ্যমে ঈমান নিয়ে টানাটানি হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। কেউ বক্তব্যই দেয়নি, কিন্তু তার নামে মিথ্যা বক্তব্য ছাপিয়ে দেওয়াও গুনাহের কাজ। পক্ষান্তরে বক্তব্য দিলেন, কিন্তু তাতে নিজের পক্ষ থেকে এমন কিছু অবাঞ্ছিত কথা যোগ করে দিলো যা দ্বারা তা মিথ্যায় পরিণত হয়ে যায়, এটিও গুনাহ।

মুঝকো হিকমত কা খাযানা ইয়া ইলাহী কর আতা,
আওর চলানে মে কলম করদে তু মাহফুজ আয খাতা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সম্পাদককে কেমন হতে হবে?

প্রশ্নঃ সংবাদ পত্র ও টিভি চ্যানেলের মালিক, সম্পাদক ও পরিচালকদের কেমন হওয়া উচিত?

উত্তরঃ টিভি চ্যানেল, দৈনিক, সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকাগুলোর মালিক, সম্পাদক, পরিচালক ও দায়িত্বশীলদের ধর্মীয় জ্ঞান সমৃদ্ধ হতে হবে।

www.dawateislami.net

অন্তত পক্ষে ধর্মের ব্যাপারে সাবধানী হতে হবে। এবং ওলামায়ে কেরামের ছত্রছায়ায় থেকে তাঁদের পরামর্শ নিয়ে চ্যানেল কিংবা সংবাদ ছাপাতে হবে। এসব লোকের যদি ইলমে দ্বীন না থাকে, **আল্লাহ্** ভীতি না থাকে, উপরন্তু স্বাধীনচেতা ও লাগামহীন হয়ে থাকে, তাহলে তাদের চ্যানেল, দৈনিক, সাপ্তাহিক, মাসিক ইত্যাদি মুসলমানদের জন্য বে-আমলী এমনকি গোমরাহীর একটি মাধ্যম হিসাবে বিবেচিত হবে।

আল্লাহ! ইছ ছে পেহলে ঈমাঁ পে মওত দেয় দেয়
নোকসা মেরে সবব ছে হো সুন্নাতে নবী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

মানুষের অবস্থা সম্পর্কে জানা

প্রশ্ন: লোকদের বর্তমান অবস্থাদি সম্পর্কে জেনে নেওয়াতে তো কোন সমস্যা নেই?

উত্তর: জায়েয পন্থায় উপকারী ও বৈধ তথ্য জানাতে কোন সমস্যা নেই। বরং ভাল নিয়্যত থাকলে সাওয়াবও পাবে। 'শামায়িলে তিরমিযী'তে হযরত সায়্যিদুনা হিন্দ বিন আবু হালা رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْه থেকে এক সুদীর্ঘ বর্ণনায় উল্লেখ রয়েছে: يَتَفَقَّدُ اَصْحَابَهٗ وَيَسْأَلُ النَّاسَ عَمَّا فِى النَّاسِ অর্থাৎ- **'শাহেনশাহে নবুয়ত, হুযুর পুরনূর** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان নিকট থেকে তাঁদের অবস্থাদি সম্পর্কে জানতেন এবং মানুষের মাঝে সংগটিত ঘটনাবলী সম্পর্কেও তিনি জিজ্ঞাসাবাদ করতেন। **(শামায়িলে তিরমিযী, ১৯২ পৃষ্ঠা)**

www.dawateislami.net

হযরত আল্লামা আলী ক্বারী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ হাদীস শরীফটির টীকায় বলেছেন: অর্থাৎ **ছরকারে মদীনা** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم সাহাবায়ে কেরামগণের عَلَيْهِمُ الرِّضْوَان খোঁজ খবর নিতেন। কেউ অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যেতেন। কেউ সফরে গেলে তাঁর জন্য দোয়া করতেন। কেউ ইন্তিকাল করলে তাঁর জন্য মাগফিরাতের দোয়া করতেন। এমনি ভাবে লোকজনের অবস্থাদির যাচাই-বাচাই করে তাদের সংশোধন করে দিতেন। **(জমউল ওয়াসায়িল, ২য় খন্ড, ৭৭ পৃষ্ঠা)**

আল্লাহ্ তাআলা ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم**ই** ভাল জানেন।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সংবাদ সংগ্রহের ভাল ভাল নিয়্যত সমূহ

প্রশ্ন: সংবাদ সংগ্রহের জন্য ভাল ভাল নিয়্যতগুলো কী হওয়া উচিত?

উত্তর: যে কোন জায়েয কাজের পূর্বে ভাল ভাল নিয়্যত করে নেওয়া উচিত। কোন ব্যক্তি সম্পর্কে জায়েয কিছু তথ্য জানার জন্য এ ধরণের নিয়্যতগুলো করা যেতে পারে। যেমন- তার ব্যাপারে যদি ভাল কিছু শুনে থাকি, তাহলে 'مَاشَآءَالله' ও 'بَارَكَ الله' বলব। তাকে খুশি করার নিয়্যতে মোবারকবাদ জানাব। তিনি যদি দুশ্চিন্তাগ্রস্থ হন, তাহলে তাঁকে খুশি করার চেষ্টা করব। তাকে শান্ত্বনা দেব। সম্ভব হলে তাকে সাহায্য করব। প্রয়োজনে তাঁকে ভাল কোন পরামর্শ দেব। তিনি সফরে গেলে তাঁর জন্য দোয়া করব। অসুস্থ হলে তাঁকে দেখতে যাব এবং আরোগ্য লাভের জন্য দোয়া করব ইত্যাদি।

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর সারাদিনে ৫০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, আমি কিয়ামতের দিন তার সাথে মুসাফাহা করবো।" (আল কওলুল বদী)

সংবাদ সংগ্রহের এক অভিনব কাহিনী

কারো ভাল সংবাদ সংগ্রহ কালে যদি তার অভাবের কথা জানতে পারেন তাহলে সম্ভাব্য ব্যবস্থাপনার মাধ্যমে তাকে সাহায্য-সহযোগিতা করা উচিত। "কীমিয়ায়ে সাআদাত"এ বর্ণিত রয়েছে: সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এক ব্যক্তিকে জিজ্ঞাসা করলেন: তুমি কী অবস্থায় আছো? জবাবে লোকটি বললো: অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় আছি (অর্থাৎ পরিবার-পরিজন বেশি)। খরচ সামলাতে পারছি না। তার উপরে ৫০০ দিরহাম ঋণও রয়েছে। এ কথা শুনে হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ নিজের ঘরে আসলেন এবং এক হাজার দিরহাম নিয়ে সেই অভাবী লোকটির নিকট গেলেন। আর সব দিরহাম তাকে দান করে দিয়ে বললেন: এখাঁন থেকে ৫০০ দিরহাম তুমি ঋণ পরিশোধ করবে আর বাকী ৫০০ দিরহাম নিজের জন্য ব্যয় করবে। এর পর তিনি رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ সংকল্প করে ফেললেন: কখনো ব্যক্তিগত অবস্থার কথা জিজ্ঞাসা করবো না। হুজ্জাতুল ইসলাম হযরত সায়্যিদুনা ইমাম আবু হামিদ মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ বিন মুহাম্মদ গাযালী رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এর উক্ত ঘটনাটি বর্ণনা করার পর বলেন: হযরত সায়্যিদুনা ইমাম মুহাম্মদ বিন সিরীন رَحْمَةُ اللهِ تَعَالٰى عَلَيْهِ এই ভয়েই আগামীতে আর কারো ব্যক্তিগত অবস্থা জিজ্ঞাসা না করার সংকল্প করেছেন যে, তার কাছে জিজ্ঞাসা করে জানার পর যদি তাকে আর্থিক সাহায্য করতে না পারেন, তাহলে তো তিনি তার কাছে এক ধরণের মুনাফিক সাব্যস্ত হবেন। **আল্লাহ্ তাআলা** ও তাঁর **রাসূল** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ই ভাল জানেন। (কীমিয়ায়ে সাআদাত, ১ম খন্ড, ৪০৮ পৃষ্ঠা) তাঁর উপর **আল্লাহ্ তাআলার** রহমত বর্ষিত হোক এবং তাঁর সদকায় আমাদেরও মাগফিরাত হোক।

اٰمِين بِجَاهِ النَّبِيِّ الْاَمين صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যখন তোমরা কোন কিছু ভুলে যাও, তখন আমার উপর দরূদ শরীফ পড়ো إِنْ شَآءَ اللهُ عَزَّوَجَلَّ! স্মরণে এসে যাবে।" **(সা'য়াদাতুদ দা'রাঈন)**

মুঝে দেয় খোদ কো ভি অওর সারি দুনিয়া ওয়ালোঁ কো
শুধারনে কি তড়প অওর হাওসেলা ইয়া রব।
(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৯৬ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সংবাদ পত্র পাঠ করা কেমন?

প্রশ্ন: সংবাদ পত্র পাঠ করা কেমন?

উত্তর: যেসব সংবাদপত্র শরীয়াতভিত্তিক সেগুলো পাঠ করা জায়েয। পক্ষান্তরে যেসব সংবাদপত্র এমন নয়, সেগুলো কেবল তারাই পাঠ করতে পারবে যারা বেপর্দা নারীদের ছবি, সিনেমা, বিজ্ঞাপন ইত্যাদির অশ্লীল দৃশ্য ইত্যাদি থেকে নিজেকে হিফাযত করতে সক্ষম এবং গুনাহে ভরা লিখাগুলো শরীয়াতের অনুমতি ব্যতিরেকে পাঠ করে না। কোন কোন সংবাদপত্রে কখনো কখনো নিছক কতগুলো বানানো কথাবার্তা সহ ঈমান বিধ্বংসী উক্তি থাকে বরং কখনো তো কুফরী অনেক উক্তিও লিখা হয়ে থাকে। বরং **আল্লাহ্**র পানাহ! এমন সংবাদ পত্র পাঠকের মনে যেসব নাশকতা সৃষ্টি করতে পারে সে ব্যাপারে সচেতন ব্যক্তি বলতেই অবহিত রয়েছেন। এখানে শুধু একটি কথা বলতে চাই যে, কোন আলিমে দ্বীনকে এমনকি কোন সাধারণ মানুষকেও যদি সংবাদপত্র পাঠ করতে দেখেন তাহলে তাদের প্রতি কুধারণা করবেন না। বরং মনে মনে ভাল ধারণাই করবেন যে, লোকটি শরীয়াতের দৃষ্টিকে সামনে রেখেই তা পাঠ করছেন। সাধারণ মানুষের পক্ষে এমন সংবাদপত্র যা গুনাহে ভরপুর পাঠ কালে নিজেকে গুনাহ ও গোমরাহি থেকে সরিয়ে রাখা নিতান্তই কঠিন কাজ।

www.dawateislami.net

আর যেহেতু কখনো কখনো অসাবধান সংবাদপত্রে কুফরীও সন্নিবেশিত থাকে, তাই সেগুলো পাঠ করার মাধ্যমে কুফরীর অতল গভীরে গিয়ে পৌঁছার কারণও হতে পারে। বাকি রইল কাফিরদের সংবাদপত্র। সাধারণ মানুষের সেগুলো দেখাও উচিত নয়। যেক্ষেত্রে মুসলমানদের কিছু কিছু সংবাদপত্রেই অসাবধানতা লক্ষ্য করা যায়, সেক্ষেত্রে এসবের কথা কী বলব। প্রকাশ্য যে, এগুলোতে তো কুফরীর ছড়াছড়িই থাকবে। তারা তাতে নিজেদের বাতিল মতবাদও প্রচার করবে। মোট কথা, মুসলমানদের কেবল সংবাদপত্র পাঠ করাই নয় বরং প্রতিটি কাজের শুরুতেই সেটির আখিরাতের পরিণাম সম্পর্কে চিন্তা-ভাবনা করে নেওয়া প্রয়োজন। এবং এমন সব কাজ থেকে দূরে থাকা উচিত যেগুলো দ্বারা আখিরাত বরবাদ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কা থাকে। মনে রাখবেন! গঠন হতে সময় লাগে, পক্ষান্তরে ভেঙে যেতে সময় লাগে না। দেখুন না! একটি দালান তৈরি করা কত কঠিন কাজ কষ্ট ও সময় লাগে। কিন্তু সেটি ভেঙ্গে ফেলতে চাইলে এক নিমিষেই ভেঙ্গে ফেলা যায়। একইভাবে লিখা বা নকশা ইত্যাদি তৈরী করা কঠিন, তবে এটিকে নষ্ট করা খুবই সহজ। ফার্নিচার তৈরী করা কঠিন এটিকে ভেঙ্গে চুরমার করা সহজ। কোন খাবার তৈরি করা কঠিন কাজ, সেটিকে নষ্ট করে দেওয়া সহজে সম্ভব। কাউকে অন্তরঙ্গ বন্ধু বানানো অনেক দুঃসাধ্য কাজ। কিন্তু বন্ধুত্ব নষ্ট করে দেবার জন্য মুখের দু'টি বুলিই যথেষ্ট, যেমন- 'দূর হও'। কোন সংবাদকে বিভিন্ন ধাপ থেকে ঘুরিয়ে এনে ফাইনাল করা, ছাপানো অত্যন্ত কঠিন কাজ। কিন্তু সেটি ছিঁড়ে ফেলা বা বিকৃত করে দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ। আপনার আখিরাতকেও অনুরূপই মনে করবেন।

www.dawateislami.net

সেটি গঠন করার জন্য আপনাকে অনেক অনেক ইবাদত, রিয়াজত করতে হয়। বাঁচতে হয় গুনাহ থেকে, কু-প্রবৃত্তি থেকে। পক্ষান্তরে আপনার আখিরাতকে বরবাদ করে দেওয়া অত্যন্ত সহজ কাজ। দেখুন তো, লক্ষ লক্ষ বৎসর শয়তান ইবাদত করেছে। ইবাদতের কারণে সে একটি সুনির্দ্দিষ্ট মর্যাদাও লাভ করেছিল। কিন্তু অহংকার করার কারণে নবীকে অপমানিত করার মাধ্যমে মূহুর্ত মধ্যেই সে তার আখিরাত বরবাদ করে ফেলে এবং অনন্ত কালের জন্য জাহান্নামী হয়ে যায়। **আল্লাহ্**র গোপন রহস্যকে ভয় করত: যে কোন বিষয়ে আখিরাতের কল্যাণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখা প্রতিটি মুসলমানের অবশ্য কর্তব্য। ২৮ পারার সূরা হাশরের ১৮ নম্বর আয়াতে **আল্লাহ্ তাআলা** ইরশাদ করেছেন:

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا اتَّقُوا اللّٰهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۚ

কানযুল ঈমান থেকে অনুবাদ: হে ঈমানদারেরা! তোমরা আল্লাহকে ভয় করো। আর প্রতিটি প্রাণেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, আগামী দিনের জন্য সে কী পাঠিয়ে দিয়েছে?

কুছ্ নেকিয়াঁ কামা লে জলদ আখিরাত বানা লে
কুয়ী নিহিঁ ভরোসা আয় ভাই! জিন্দেগী কা।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ১৯৫ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللّٰهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সাংবাদিকরা যেন আবার আপনার বিরুদ্ধে না যায়

প্রশ্ন: আপনার কি মনে হয় না যে, আপনার এ ধরণের জবাবে সাংবাদিক ভাইয়েরা আপনার বিরুদ্ধে যাবেন?

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "আমার উপর দরূদ শরীফ পাঠ করো, **আল্লাহ তাআলা** তোমাদের উপর রহমত নাযিল করবেন।" (ইবনে আ'দী)

উত্তরঃ আমি কেবল **আল্লাহ্**র ভয়ে ভীত মুসলমানদের উদ্দেশ্যেই আমার কথাগুলো বলে যাচ্ছি। আমি যা কিছু বলেছি, আমার দৃঢ় বিশ্বাস বিশুদ্ধ মন-মানসিকতা সম্পন্ন হৃদয়বান সাংবাদিক বলতেই অকপটে মেনে নিবেন। আমি তো কেবল দেশ, জাতি ও আখিরাতের কল্যাণের কথাই বলেছি। শরীয়াত থেকে দূরে এসে এমনকি দেশের আইনবিরুদ্ধ কোন কথাও তো আমি বলিনি। তাহলে সাংবাদিকরা আমার বিরোধিতা করবেন কেন? নফসের প্রতারণার শিকার হয়ে শরীয়াত গর্হিত নৈপুন্য-কৌশলকে মাঝখানে রেখে আমার পক্ষ থেকে নিবেদিত ইসলামী বিধি-বিধানের পক্ষীয় বিষয়াদির বিরোধিতা করে কোন মুসলমান নিজের আখিরাতকে কেন শুধুশুধু বরবাদ করে দিবেন। অবশ্য **আল্লাহ্** না করুক, আমার কোন কথা যদি দেশীয় কোন আইনের বিরুদ্ধে যায় কিংবা ইসলামী শরীয়াতের বিরুদ্ধে যায়, তাহলে অনুগ্রহপূর্বক আইনী ও শরয়ী প্রমাণ সহকারে আমাকে সংশোধন করে নিবেন। বিনা কারণে আমি নিজের অবস্থানে অনড় হয়ে থাকতে চাই না। اِنْ شَآءَ الله عَزَّوَجَلَّ তখন আমি অনায়াসে এবং হাসিমুখেই তা গ্রহণ করে নিব। নিঃসন্দেহে আমি মানি যে, বর্তমানে সর্বত্র কুপথে চলার যুগ চলছে। এদিকে পানি মাথার উপরে উঠে গেছে। তাই আমার মনে হয়, আমার এসব আবেদন নিবেদন ব্যর্থ হয়ে ফিরবে। এটিও অসম্ভব নয় যে, নির্বোধ কোন বন্ধু অর্ধেক কথাবার্তা শুনে কিংবা কিছু গুজব শুনে আমার বিরুদ্ধে অবস্থান নিতে পারেন। তাঁদের উদ্দেশ্যে আমি কেবল কারো লিখিত নিচের শেরগুলোই পড়াতে পারিঃ

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "যে ব্যক্তি আমার উপর জুমার দিন ২০০ বার দরূদ শরীফ পড়ে, তার ২০০ বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়ে যাবে।" **(কানযুল উম্মাল)**

হাম 'দোয়া' লিখতে রহে উয় 'দাগা' পড়তে রহে
এক নুক্তে নে হামেঁ 'মুহরাম' ছে 'মুজরিম' কর দিয়া।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

সংবাদপত্র কেমন হতে হবে?

প্রশ্ন: সংবাদপত্র বের করা জায়েয কি না? যদি জায়েয হয়ে থাকে, তাহলে সংবাদপত্র কেমন হতে হবে? সংবাদপত্র প্রচার করা সম্পর্কিত কিছু মাদানী ফুল শুনতে চাই।

উত্তর: সংবাদপত্র বের করা জায়েয। মুসলমান যে কোন ব্যাপারে শরীয়াতের বিধি-বিধানের অনুসরণ রয়েছে। সংবাদপত্রের বিষয়েও তাকে শরীয়াতের অধীনে চিন্তা করতে হবে। মনে রাখবেন! সংবাদপত্র বিষয়টি অত্যন্ত স্পর্শকাতর। বিষয়টিতে সামান্য অসতর্কতার কারণে মুসলমানদেরকে নানান ফিতনা, ফাসাদ, পরস্পর হিংসা-বিদ্বেষ, বিভিন্ন ধরণের গুনাহ ও অপরাধ সহ গোমরাহী ও নাস্তিক্যবাদের অতল গভীরে নিমজ্জিত করে বরবাদ করে দিতে পারে। আর সেটির কুফল জনিত বালা-মুসিবত সংবাদপত্রের মালিক ও দায়িত্বশীলদের উপরই বর্তাতে পারে। এসব বিপদ থেকে বাঁচার জন্য ১৬টি মাদানী ফুল (যেগুলোতে পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় বিধি-বিধানও অন্তর্ভূক্ত) গ্রহণ করুন। যথা-

(১) পরিচালক পাক দামন সাবধানী এবং আলিমে দ্বীন হবেন । কিংবা আমলদার ওলামায়ে কেরামের অধিনে কাজ সম্পন্নকারী হবেন।

(২) ওলামায়ে কেরামগণ প্রতিটি সংবাদ, রিপোর্ট, সংযুক্তি, কলাম, প্রবন্ধ, বিজ্ঞাপন ইত্যাদি প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত সূক্ষ্ম দৃষ্টিতে দেখে সংশোধন,

www.dawateislami.net

পরিবর্তন, পরিবর্ধন ও পরিমার্জন ইত্যাদির পর অনুমতি দিলেই সেই পত্রিকা (বা সাময়িকী ইত্যাদি) ছাপানোর জন্য প্রেসে যাবে।

(৩) বিশেষ কোন ব্যক্তি বা গোষ্ঠীর নিন্দাবাদ, দোষারোপ বা নির্যাতন ইত্যাদির সংবাদ শরীয়াতের অনুমোদন ব্যতিরেকে প্রকাশ করা যাবে না।

(৪) এমন ব্যক্তি যার অনিষ্টতা থেকে মুসলমানদের বাঁচাবার উদ্দেশ্য হয় এবং ফিতনা ও জন নিরাপত্তার ঘাটতি হবার আশঙ্কা না থাকে, তাহলে সাওয়াবের নিয়্যতে তার নাম এবং এতে বিদ্যমান বিশেষ করে সেই দুষ্কর্মটি যা মুসলমানদের জন্য ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায় তা প্রকাশ করা যাবে। **নবী করীম** صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلَيْهِ وَاٰلِهٖ وَسَلَّم ইরশাদ করেছেন: "তোমরা কি ফাজিরের আলোচনা করা পরিহার করো। মানুষ তাকে কখন চিনতে পারবে! একজন ফাজিরের আলোচনা সেই বিষয়ের সাথেই করবে যা তার মধ্যে বিধ্যমান রয়েছে, যেন মানুষ তার কাছ থেকে বাঁচতে পারে।"

(আস সুনানুল কুবরা লিল বায়হাকী, ১০ম খন্ড, ৩৫৪ পৃষ্ঠা, হাদীস- ২০৯১৪)

(৫) নির্দিষ্ট কোন মানুষের সফল বা ব্যর্থ আত্মহত্যা জনিত সংবাদ ছাপানো যাবে না।

(৬) কোন বদ-মাযহাবীর বয়ান, বিবৃতি বা আর্টিক্যাল ইত্যাদি শরীয়াতের মানদণ্ডে ভুল ভ্রান্তি থেকে মুক্ত থাকলেও ছাপানো যাবে না। কেননা, সেটির একটি ক্ষতি এও হতে পারে যে, পাঠক সেই বদ-মাযহাবী সম্বন্ধে পরিচিত হয়ে যাবে। পাশাপাশি তার কুপ্রভাবেও মুগ্ধ হতে পারে। যা ঈমানের পক্ষে ঘাতক বিষ তুল্য। মনে রাখবেন! ভ্রান্ত আকীদা ভ্রান্ত আমল থেকে অনেক গুণে নিকৃষ্ট।

www.dawateislami.net

(৭) রাজনৈতিক কোন দলের সাথে আঁতাত করে তাদের অধিনস্থ হয়ে থাকবেন না। কেননা, এতে করে মিথ্যা অভ্যর্থনা, প্রতিপক্ষের সাথে অযথা বিরোধিতা, দোষারোপ, অপবাদ, মুসলমানদের প্রতি নির্যাতন ইত্যাদি দুষ্কর্ম থেকে বেঁচে থাকা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠবে। আর চাপের মুখে এমন সব পত্রিকার 'সাংবাদিকতার স্বাধীনতা' নিজে নিজেই নিঃশেষ হয়ে যাবে।

(৮) সেসব সংবাদ ও বিবৃতিগুলো প্রকাশ করা যাবে না, যা দ্বারা মুসলমানদের মাঝে বিভক্তি সৃষ্টি হয়ে যায় কিংবা প্রিয় জন্মভূমির সম্মান ও মর্যাদায় ঘাটতি আসে।

(৯) দেশের গোপনীয়তা ফাঁস করা যাবে না।

(১০) কলম ব্যবহার করতে হবে গঠনের লক্ষ্যে; পতনের লক্ষ্যে নয়। লেখালেখির মাধ্যমে মুসলমানদেরকে নেক কাজের এবং অমুসলিমদেরকে ইসলামের দিকে ধাবিত করা উদ্দেশ্য থাকবে।

(১১) নিজের পত্রিকার সাথে সংশ্লিষ্ট সাংবাদিক কর্মচারীগণ কারো পক্ষ থেকে কোন উপহার ইত্যাদি গ্রহণ করছেন কি না অথবা বিশেষ আমন্ত্রণ গ্রহণ করছেন কি না সে ব্যাপারে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হবে। কেননা, বিশেষ ক্ষেত্রে এগুলো ঘুষের পর্যায়ভূক্ত হয়ে যায়। ফলে কখনো কখনো গুনাহে ভরা বিবৃতি ইত্যাদিও ছাপাতে বাধ্য হতে হয়।

(১২) ফিল্ম, এডিশন, সিনেমার পোষ্টার, সিনেমা, নাটক, মিউজিক্যাল প্রোগ্রাম, নাজায়েয বিষয় ও নাজায়েয কর্মকাণ্ডের গুনাহে ভরা বিজ্ঞাপন ইত্যাদি ছাপানো আবশ্যিক ভাবে পরিহার করতে হবে।

(১৩) ইলেক্ট্রনিক মিডিয়ার গুনাহে ভরা অনুষ্ঠানের সূচী ছাপানো যাবে না।

www.dawateislami.net

(১৪) শরীয়াত সম্মত ভাবে অপরাধ নিশ্চিত হওয়ার ক্ষেত্রেও যেহেতু নির্দিষ্ট ব্যক্তিটির সৎ উদ্দেশ্য ব্যতিরেকে সংবাদ ছাপানো শরীয়াতে অনুমোদন নেই, সেহেতু সেটির গোপনীয়তা রক্ষা করতে হবে। এবং সম্ভাব্য পন্থায় নেকীর মাধ্যমে এমন অপরাধীকে সংশোধন করার উপায় বের করতে হবে। ঢাক-ঢোল পিটিয়ে পত্রিকায় জাঁকজমক খবর এলে বরং সংশোধন হওয়ার চাইতে বেশির ভাগ ক্ষেত্রে উল্টো হবারই আশঙ্কা রয়েছে। এবং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে রাগের বশবর্তী হয়ে 'ক্ষুদে অপরাধী'টি 'বড় অপরাধী'র রূপ ধারণ করে।

(১৫) কোন প্রাণীর ছবি ছাপাবেন না। (যেসব ওলামায়ে কেরাম ছবি ও অঙ্কনে পার্থক্য করে থাকেন এবং মুভিকে জায়েয বলে থাকেন, তাঁদেরই ফতোয়ায় আমল করে **দা'ওয়াতে ইসলামী**র মাদানী চ্যানেলের মাধ্যমে সমগ্র বিশ্বে ইসলামের খেদমত করায় সচেষ্ট রয়েছে)।

(১৬) উত্তম হলো, পত্র-পত্রিকাগুলোতে পবিত্র কুরআনের কোন আয়াত বা তার অনুবাদ না ছাপানো। কেননা, যেখানে আয়াত ও অনুবাদ লিখা থাকে, সেটি একদম পিছনে বে-অযু ও বে-গোসল অবস্থায় স্পর্শ করা হারাম। অথচ বেশির ভাগ মানুষ অযু বিহীন অবস্থায় পত্রিকা পড়ে থাকে। এভাবে মাস্আলা জানা না থাকার কারণে স্পর্শ করা-জনিত গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাবে।

মাঁই তাহরীর ছে দে কা ডঙ্কা বাজাওঁ
আতা কর দেয় এয়সা কলম ইয়া ইলাহী।

(ওয়াসায়িলে বখশিশ, ৮৩ পৃষ্ঠা)

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

পত্র-পত্রিকার অফিসে কাজ করা কেমন?

প্রশ্ন: গুনাহে ভরা পত্র-পত্রিকার অফিসে কাজ করা এবং ছাপানোর কাজে সহযোগিতা করা কেমন? বেতন নেওয়া জায়েয হবে কি না?

উত্তর: গুনাহে ভরা পত্র-পত্রিকাগুলো পুরোপুরি গুনাহ্পূর্ণ হয় না। তাতে জায়েয লিখার অবকাশ থাকে। যদি জায়েয বিষয়াদির বিভাগে চাকরি হয়ে থাকে, তাহলে জায়েয। বেতন গ্রহণ করাও জায়েয। যদি উভয় ধরণের কাজ করতে হয় সেক্ষেত্রে যে অংশটি জায়েয, সেটির বেতন নেওয়া জায়েয। পক্ষান্তরে যে অংশটি নাজায়েয, সেটির পারিশ্রমিকও নাজায়েয। উক্ত অফিসে এমন কাজই করা জায়েয, যেগুলোতে গুনাহের কোন সহযোগিতা করতে হয় না। যেমন- দারোয়ানী ইত্যাদি।

পত্রিকা বিক্রি করা কেমন?

প্রশ্ন: পত্রিকা বিক্রি করা জায়েয কি না?

উত্তর: যেসব পত্র-পত্রিকা মূলতঃ সংবাদ সর্বস্ব, কিন্তু এর অংশ বিশেষ বিভিন্ন ধরণের বিজ্ঞাপন ইত্যাদিতে পরিপূর্ণ থাকে, সেগুলো বিক্রি করা সংবাদপত্র বিক্রেতাদের জন্য জায়েয রয়েছে। উপার্জনও সম্পূর্ণ হালাল। পক্ষান্তরে যেসব পত্রিকা মূলতঃ সিনেমা বা নাজায়েয কিছু প্রচার করার জন্যই ছাপানো হয়ে থাকে, সেগুলো বিক্রি করা জায়েয নেই।

রিজকে হালাল দে মুঝে আয় মেরে কিবরিয়া,
দেতা হোঁ তুঝ কো ওয়াসেতা তেরে হাবীব কা।

صَلُّوْا عَلَى الْحَبِيْب! صَلَّى اللهُ تَعَالٰى عَلٰى مُحَمَّد

www.dawateislami.net

রাসুলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেনঃ "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

মদীনার ভালবাসা, জান্নাতুল বাক্বী,
ক্ষমা ও বিনা হিসাবে জান্নাতুল
ফিরদাউসে প্রিয় আক্বা ﷺ এর
প্রতিবেশী হওয়ার প্রত্যাশী।

৬ই শাবানুল মুয়াযযম ১৪৩৩ হিঃ
২৭-০৬-২০১২ ইংরেজী

তথ্যসূত্র

কিতাব	প্রকাশনা	কিতাব	প্রকাশনা
কুরআন মাজীদ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী	ফয়যুল কদীর	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
তাফসীরে রুহুল বয়ান	কোয়েটা	মিরআত	যিয়াউল কুরআন পাবলিকেশন্স মারকাযুল আউলিয়া লাহোর
খাযায়িনুল ইরফান	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী	ফতোওয়ায়ে রযবীয়া	রযা ফাউন্ডেশন, মারকাযুল আউলিয়া, লাহোর
বুখারী	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বাহারে শরীয়াত	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
মুসলিম	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	দালায়িলুন নবুওয়াত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
সুনানে আবু দাউদ	দারু ইবনে হাজম, বৈরুত	ইবনে আসাকির	দারুল ফিকির, বৈরুত
তিরমিযী	দারুল ফিকির, বৈরুত	জমউল ওয়াসায়িল	মদীনাতুল আউলিয়া, মুলতান
সুনানে ইবনে মাজাহ	দারুল মারিফা, বৈরুত	তাম্বিহুল গাফেলীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুসান্নিফে আব্দুর রাজ্জাক	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	বুস্তানুল ওয়ায়িজীন	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত
মুজাম কবীর	দারুল ইহ্ইয়াউত তুরাসিল আরবী, বৈরুত	আল কওলুল বদী	মুআস্সাতুর রাইয়ান, বৈরুত
মুজাম আওসাত	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ইহ্ইয়াউল উলুম	দারু ছাড়ের, বৈরুত
শুয়াবুল ঈমান	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	কিমিয়ায়ে সাআদাত	ইনশিরাত গাঞ্জিনা, তেহরান
আস্সুনানুল কুবরা	দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, বৈরুত	ওয়াসায়িলে বখশিশ	মাকতাবাতুল মদীনা, বাবুল মদীনা, কারাচী
আল জামেউস সগীর	দারুল মারেফা বৈরুত		

www.dawateislami.net

রাসূলুল্লাহ্ ﷺ ইরশাদ করেছেন: "তোমরা যেখানেই থাকো আমার উপর দরূদে পাক পড়ো, কেননা তোমাদের দরূদ আমার নিকট পৌঁছে থাকে।" (তাবারানী)

এই রিসালাটি শায়খে তরিকত, আমীরে আহ্‌লে সুন্নাত, **দা'ওয়াতে ইসলামী**র প্রতিষ্ঠাতা হযরত আল্লামা মাওলানা আবু বিলাল **মুহাম্মদ ইলইয়াস আত্তার কাদেরী রযবী** دَامَتْ بَرَكَاتُهُمُ الْعَالِيَه উর্দূ ভাষায় লিখেছেন। **দা'ওয়াতে ইসলামী**র অনুবাদ মজলিশ এই রিসালাটিকে বাংলাতে অনুবাদ করেছে। যদি অনুবাদ, কম্পোজ বা প্রিন্টিং এ কোন প্রকারের ভুলত্রুটি আপনার দৃষ্টিগোচর হয়, তাহলে অনুগ্রহ করে মজলিশকে লিখিতভাবে জানিয়ে প্রচুর সাওয়াব হাসিল করুন।

(মৌখিকভাবে বলার চেয়ে লিখিতভাবে জানালে বেশি উপকার হয়।)

এই ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন

দা'ওয়াতে ইসলামী (অনুবাদ মজলিশ)

মাকতাবাতুল মদীনা এর বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়দাবাদ, ঢাকা।

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী।

কে.এম.ভবন, দ্বিতীয় তলা ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

e-mail :

bdmaktabatulmadina26@gmail.com,

bdtarajim@gmail.com **web :** www.dawateislami.net

এই রিসালাটি পড়ে অন্যকে দিয়ে দিন

বিয়ের অনুষ্ঠান, ইজতিমা সমূহ, মিলাদ মাহফিল, ওরস শরীফ এবং জুলুসে মীলাদ ইত্যাদিতে **মাকতাবাতুল মদীনা** কর্তৃক প্রকাশিত রিসালা সমূহ বন্টন করে সাওয়াব অর্জন করুন, গ্রাহককে সাওয়াবের নিয়্যতে উপহার স্বরূপ দেওয়ার জন্য নিজের দোকানে রিসালা রাখার অভ্যাস গড়ে তুলুন। হকার বা বাচ্চাদের দিয়ে নিজের এলাকার প্রতিটি ঘরে ঘরে প্রতি মাসে কমপক্ষে একটি করে **সুন্নাতে ভরা** রিসালা পৌঁছিয়ে **নেকীর দাওয়াত** প্রসার করুন এবং প্রচুর সাওয়াব অর্জন করুন।

www.dawateislami.net

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعٰلَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ اَمَّا بَعْدُ فَاَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ۝ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ۝

সুন্নাতের বাহার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ عَزَّوَجَلَّ তবলীগে কুরআন ও সুন্নাতের বিশ্বব্যাপী অরাজনৈতিক সংগঠন দা'ওয়াতে ইসলামীর সুবাসিত মাদানী পরিবেশে অসংখ্য সুন্নাত শিক্ষা অর্জন ও শিক্ষা প্রদান করা হয়। প্রত্যেক বৃহস্পতিবার ইশার নামাযের পর আপনার শহরে অনুষ্ঠিত দা'ওয়াতে ইসলামীর সাপ্তাহিক সুন্নাতে ভরা ইজতিমায় আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টির জন্য ভাল ভাল নিয়্যত সহকারে সারারাত অতিবাহিত করার মাদানী অনুরোধ রইল। আশিকানে রাসুলদের সাথে মাদানী কাফেলায় সাওয়াবের নিয়্যতে সুন্নাত প্রশিক্ষণের জন্য সফর এবং প্রতিদিন ফিক্‌রে মদীনা করার মাধ্যমে মাদানী ইন্‌আমাতের রিসালা পূরণ করে প্রত্যেক মাদানী মাসের প্রথম তারিখে নিজ এলাকার যিম্মাদারের নিকট জমা করানোর অভ্যাস গড়ে তুলুন। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ এর বরকতে ঈমানের হিফাযত, গুনাহের প্রতি ঘৃণা, সুন্নাতের অনুসরনের মন-মানসিকতা সৃষ্টি হবে।

প্রত্যেক ইসলামী ভাই নিজের মধ্যে এই মাদানী যেহেন তৈরী করুন যে, "আমাকে নিজের এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের চেষ্টা করতে হবে।" اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ নিজের সংশোধনের জন্য মাদানী ইন্‌আমাতের উপর আমল এবং সারা দুনিয়ার মানুষের সংশোধনের জন্য মাদানী কাফেলায় সফর করতে হবে। اِنْ شَآءَ اللّٰه عَزَّوَجَلَّ

মাকতাবাতুল মদীনার বিভিন্ন শাখা

ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, জনপথ মোড়, সায়েদাবাদ, ঢাকা। মোবাইল: ০১৯২০০৭৮৫১৭
জামেয়াতুল মদীনা (মহিলা শাখা) তাজমহল রোড, মুহাম্মদপুর, ঢাকা। মোবাইল: ০১৭৪২৯৫৩৮৩৬
কে. এম. ভবন, দ্বিতীয় তলা, ১১ আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম। মোবাইল: ০১৮৪৫৪০৩৫৮৯, ০১৮১৩৬৭১৫৭২
ফয়যানে মদীনা জামে মসজিদ, নিয়ামতপুর, সৈয়দপুর, নীলফামারী। মোবাইল: ০১৭১২৬৭১৪৪৬

E-mail: bdmaktabatulmadina26@gmail.com
bdtarajim@gmail.com, Web: www.dawateislami.net

মাদানী চ্যানেল দেখতে থাকুন